মোস্‌লেম-সতী

মোশাম্মাত জেন্নাতুন নেছা খানম্

প্রণীত

[illegible]

মৌলভী মোহাম্মদ ইছমাইল হোসেন

প্রথম সংস্করণ

১৩৩৫

[মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—
এম, এম, ভুইয়া
লিয়াকত পাবলিশিং হাউস,
১০১নং বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা
ও
২৮নং বলতাবাজার, ঢাকা।

প্রাপ্তিস্থান :

ঢাকা—ইসলামিয়া লাইব্রেরী,
” প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী,
” কহিনুর লাইব্রেরী,
” ওরিএণ্টাল লাইব্রেরী,
ময়মনসিংহ—মডেল লাইব্রেরী

প্রিণ্টার—শ্রীদুর্গামোহন চৌধুরী
এসোসিয়েটেড প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্লিশিং কোং লিমিটেড
৪০নং বলতাবাজার, ঢাকা।

ভূমিকা

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানা বঙ্গীয় মোস্‌লেম ভ্রাতা ও ভগিনীগণের করকমলে অর্পণ করিলাম। তাহাদের কোমল প্রাণের উপযোগী করিবার জন্য যথেষ্ট চেস্টা করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহার বিচারের ভার তাঁদের উপরেই রহিল।

এই পুস্তকখানা সঙ্কলনে জনাব মৌলভী মোহাম্মদ ইছমাইল হোসেন সাহেব যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

২৮নং কলতাবাজার, ঢাকা
১৬ই কার্ত্তিক ১৩৩৫ বাং

রচয়িত্রী
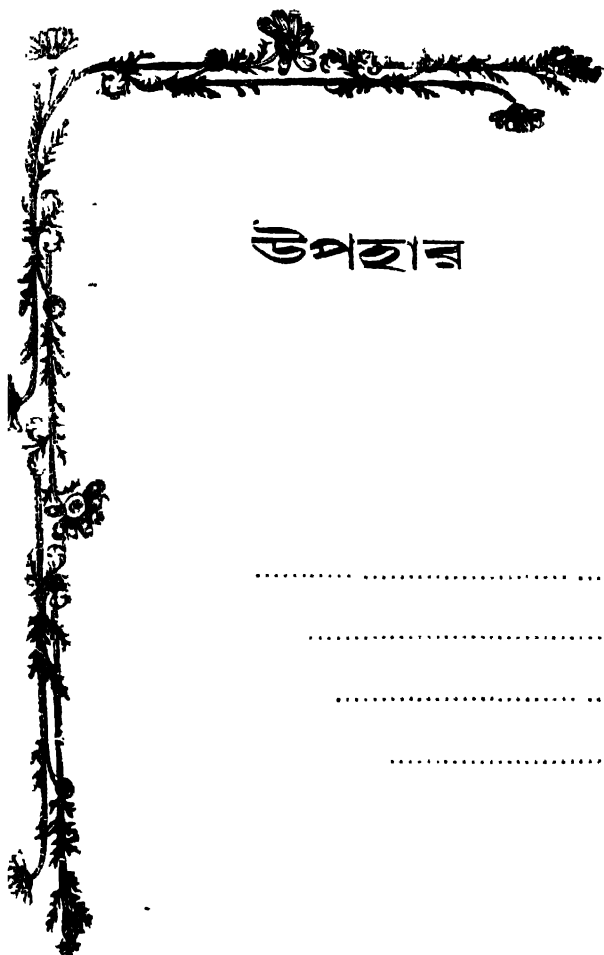
প্রশংসা পত্র

ভগ্নি !

আপনার "মোস্‌লেম-সতী" বইখানা পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। আমি সতীর উপন্যাস অনেক পাঠ করিয়াছি কিন্তু আপনার পুস্তকখানাই উত্তম হইয়াছে। বিবি মেহের নেগারের সতীত্ব বিবরণ আপনি যেরূপ সুন্দর ও সরল ভাষায় লিখিয়াছেন তাহার বিবরণ পাঠ করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। আরও ইহা পাঠ করিলে স্বামী ভক্তির ফোয়ারা প্রবাহিত হইবে। প্রত্যেক মোস্‌লেম নর-নারীর নিকট ইহার এক এক খানা বহি থাকা নিতান্ত আবশ্যক এবং প্রত্যেক স্কুলের প্রাইজ পুস্তকের জন্য ব্যবহার হওয়া কর্ত্তব্য। আমি আশাকরি আপনার শ্রম ও যত্ন সফল হইবে এবং ইহা পাঠে নারী সমাজের যথেষ্ট উন্নতি হইবে। ইতি ১৫।৮।৩৫

ছলিমাবাদ
টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ

মোশাম্মাত ফজলুত নেছা খানম

মোস্লেম-সতী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইরাণ অতি সুন্দর দেশ। সে দেশের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেইদিকেই প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য দর্শনে বিমোহিত হইতে হয়।—শস্যক্ষেত্র, কুসুমোদ্যান ও নানাবিধ সুস্বাদু ফলের বৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধরূপে বিন্যস্ত হইয়া প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতেছে। সে সৌন্দর্য্য বর্ণন লোকের সাধ্যাতীত। নগরের এক পার্শ্ব দিয়া মৃদুগামিনী নদী কল কল স্বরে প্রবাহিতা। মৃদুল মারুত, প্রাণস্নিগ্ধকর শৈত্য ও সুগন্ধি কুসুমরাজির অনুপম সৌরভ বহন করিয়া প্রত্যেক ঘরে ঘরে বিতরণ করিতেছে। বিস্তৃত রাজপথ, গৃহাবলী, বাজার সকলই সুসজ্জিত। প্রত্যেক বালক বালিকা, যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা যেন স্খলিত চন্দ্র সদৃশ উজ্জ্বল দীপ্তিময়। কেহ কাহাকে নিন্দা করিতে পারে, এরূপ শক্তি কাহারও নাই। যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই যেন কেবল সৌন্দর্য্য! কেবল সৌন্দর্য্য! কেবল শান্তি! কেবল শান্তি! কেবল সুখ! কেবল সুখ!

এই সুখ শান্তিপূর্ণ ইরাণ দেশে, অতি পূর্ব্বকালে খোরশেদ নামক জনৈক সওদাগর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার জ্ঞান-গরিমা, মান-সম্মান ও ন্যায়পরায়ণতার সুযশঃ মাখা নাম দশ দিকেই পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। অসংখ্য দাস দাসী, বান্ধব, সৈন্য সামন্ত, নাজির, উজির, পাইক ইত্যাদিতে তাঁহার বিরাট ভবন পরিপূর্ণ ছিল। হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, গো, ছাগ ইত্যাদি গৃহপালিত নিত্য প্রয়োজনীয় পশুদ্বারা অর্দ্ধ যোজন ব্যাপী পশ্বালয়টি ভরপুর ছিল। তাহার বাসভবনখানা গগন স্পর্শী উচ্চ ও বহুদূর বিস্তৃত ছিল। বাস ভবনের দক্ষিণ ধারে বিস্তৃত এবং স্বচ্ছ ও নির্ম্মল জল পরিপূর্ণ সরোবর ছিল। সরোবরের মধ্যে সর্ব্বদা পদ্মসমূহ মৃণাল দণ্ডে প্রস্ফুটিত থাকিত। কল হংস সমূহ জলকেলি করিয়া রসিকের মনে নানা প্রকার রসের সঞ্চার এবং প্যাক্ প্যাক্ শব্দে স্বীয় আনন্দ জ্ঞাপন করিত। পুকুরের তিন ধারে বেল, মালতী, যুথি, শেফালিকা, মল্লিকা, রজনীগন্ধা, গোলাপ, টগর ইত্যাদি নানাবিধ সুগন্ধি ফুলের বাগান ছিল। ঐ সকল ফুলের সুগন্ধে সওদাগর সাহেবের বাস ভবন সর্ব্বদা আমোদিত থাকিত। বাস ভবন খানা সুদৃঢ় ও অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। দক্ষিণ দিকে সরোবরটি অতিক্রম করিলেই সওদাগর সাহেবের বিলাস ভবন এবং তাহার দক্ষিণে আর একটি বিস্তৃত ফুলের বাগান

ছিল। এই পুষ্পোদ্যানের দুই ধার দিয়া দুইটি রাস্তা বিলাস ভবন পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তা দুইটি দক্ষিণ দিকে যেখানে মিলিত হইয়াছে সেখানেই সদর দরজা। এখানে সশস্ত্র প্রহরীগণ সর্ব্বদা যম কিঙ্করের ন্যায় পাহাড়ায় নিযুক্ত থাকিত।

সওদাগর সাহেবের দ্বিসহস্র বাণিজ্য তরী বসোরা, বোগদাদ, রোম, শ্যাম, পারস্য, খোরাসান, মিসর, হিন্দুস্থান, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যার্থ যাতায়াত করিত। বলিতে কি তিনি অপরিসীম ধন সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন।

ধর্ম্মের দিকেও সওদাগর সাহেবের মন বিশেষ আসক্ত ছিল। ধর্ম্মপ্রাণ সওদাগর সাহেব, নিরাশ্রয় দরিদ্রদিগের নিমিত্ত ধর্ম্মশালা, পান্থশালা ও দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় স্থাপন করতঃ তাহা সুচারুরূপে পরিচালনের জন্য বিপুল ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি পারস্যাধিপতি কাউছের পরমারূপবতী ও গুণবতী কন্যা নুরুন্নেছা খাতুনের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। পতিপরায়ণা ও পরমা সাধ্বী নুরুন্নেছা, পতির অকৃত্রিম ভালবাসা ও গভীর প্রেমে মগ্ন হইয়া স্বীয় দেহ-মন ও প্রাণ স্বামী পদে অর্পণ করিয়াছিলেন। বিবাহের চারি বৎসর পর নুরুন্নেছা ক্রমে একটি পুত্র ও একটি কন্যা প্রসব করেন। পুত্রবৎসল সওদাগর সাহেব পুত্রের নাম কায়খসরু ও কন্যার নাম মেহের নেগার রাখিলেন এবং অবিচ্ছিন্ন সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

বিধাতার সৃষ্ট এই পৃথিবীতে সকলেই সুখপ্রিয়। দিনরাত্রি সকলেই স্বীয় স্বীয় সুখ অন্বেষণে ব্যস্ত। স্বীয় স্ত্রী, পুত্র কন্যা ও অন্যান্য পরিজনবর্গ লইয়া সুখে কালাতিপাত করিতে সকলেই ইচ্ছুক। প্রাণী মাত্রই দুঃখকে ভালবাসে না; কেহই তাহার ত্রিসীমানায় পদার্পণ করিতে চাহে না। সকলেই তাহার নাম শ্রবণে শঙ্কিত হয়। কিন্তু সুখ ও দুঃখ যে চক্রবৎ পরিবর্ত্তন-শীল জ্ঞানান্ধ মানব তাহা কখনই অনুভব করিতে পারে না। দিবাবসানে রাত্রি এবং রাত্রির অবসানে দিবার আবির্ভাব নিশ্চয়ই হইয়া থাকে। তদ্রূপ সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ নিশ্চয়ই ঘটিবে।

একদা সওদাগর সাহেব পরিজন বেষ্টিত হইয়া স্বীয় আবাস ভবনে আরাম কেদারায় উপবেশন করতঃ বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছেন, এমন সময় জনৈক বার্ত্তাবহ আসিয়া সংবাদ জ্ঞাপন করিল যে, আপনার সমস্ত বাণিজ্য পোত, বাণিজ্য-লব্ধ ধন রত্নাদিতে পূর্ণ হইয়া আসিতেছিল, হঠাৎ ঝড় হওয়ায় সমস্তই সমুদ্রগর্ভে জলমগ্ন হইয়াছে। হঠাৎ এরূপ ভীষণ সংবাদ শ্রবণে সওদাগর সাহেব প্রথমে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে অপর এক আজ্ঞাবহ আসিয়া সওদাগর সাহেবকে সংবাদ দিল যে, হুজুর! পশ্বালয়স্থিত আপনার সমস্ত

হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র ইত্যাদি হঠাৎ কোন অনিবার্য্য কারণে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া সওদাগর সাহেব বড়ই দুঃখিত হইলেন; তাঁহার অত্যন্ত চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। ইহার মধ্যেই তিনি অবগত হইলেন যে তাঁহার সমস্ত ধন সম্পত্তি, দালান, কোঠা ইত্যাদি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। তখন ধর্ম্মপ্রাণ সওদাগর সাহেব অত্যন্ত অস্থির হইয়া, ব্যাকুল মনে স্বীয় পতিপরায়ণা স্ত্রী নুরুন্নেছা খাতুনকে বলিলেন যে, কোনও বস্তুর লাভ বা রক্ষণে মানবের কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই। ধন, ঐশ্বর্য্য, সুখ, দুঃখ সবই একমাত্র বিধাতার দান। তিনি যাহার প্রতি প্রসন্ন হন তিনি অসীম স্বর্গীয় সুখের অধিকারী হন। আর তাঁহার অসন্তুষ্টি হেতুই মানবের অসীম দুঃখ ভোগ করিতে হয়। বিধাতা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে প্রচুর ধন রত্নের অধিকারী করিয়াছিলেন। এখন হয়ত আমি কোন গুরুতর পাপকার্য্য করিয়াছি, তাহার ফলেই বোধ হয় আমার এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে।

হে সর্ব্বশক্তিমান খোদাতা'লা! তোমার লীলা বুঝা ভার। তুমি সকলই করিতে পার। তোমার আদেশে দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিন হইতেছে; তোমারই আদেশে বিজন অরণ্য, নানা সুখ পরিপূর্ণা কোলাহলময়ী শ্রেষ্ঠা মহানগরীতে এবং মহানগরী হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ বিজন

অরণ্যে পরিণত হইতেছে। উত্তুঙ্গ শৈলরাশি অসীম জল-রাশিপূর্ণ সাগরে এবং সাগর, মেঘস্পর্শী উত্তুঙ্গ পর্ব্বতে পরিণত হইতেছে। তোমারই দয়ায় চন্দ্র অমৃত বর্ষণ করিতেছে, মেঘ বারিবর্ষণ করিয়া জগতের জীবন রক্ষা করিতেছে, অনিল সতত প্রবাহমান থাকিয়া স্থাবর জঙ্গমাত্মক সকলকে শান্তিদান করিতেছে। প্রভো! তুমিই পুত্রাভিলাষীকে পুত্র প্রদান করিতেছ, আবার তুমিই তাহার ক্রোড় হইতে তাহার জীবন সর্ব্বস্ব পুত্র রত্নকে কাড়িয়া লইতেছ। হে বিশ্ব স্রষ্টা! হে জগৎপতে! তুমিই দয়া করিয়া আমাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিয়াছিলে, আবার তুমিই তাহা লইয়া গেলে; ইহাতে আমার দুঃখের কোনই কারণ নাই। প্রভো! তুমি সর্ব্ব মঙ্গলময়; সর্ব্বদা জীবের মঙ্গল বিধান করিতেছ; আমি বুঝিতে পারি যে ধন রত্ন অপহরণ করিয়া তুমি আমার অমঙ্গল কর নাই! তুমি সকলই আমার মঙ্গলের জন্য করিয়াছ। আমি জ্ঞানান্ধ বলিয়া আমার অন্তঃকরণে দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। প্রভো! আমাকে নিজগুণে ক্ষমা কর।

সওদাগর-পত্নী বলিলেন, স্বামিন্! আমাদের ধন সম্পত্তি যাহা ছিল, তৎসমুদয়ইত বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন শিশু সন্তান দুইটী সহ আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় কি? শীঘ্র তাহার উপায় চিন্তা করুন। সওদাগর সাহেব

বলিলেন, খোদাতা'লা রাজ্জেকা এবাদ (জীবের রুজিদাতা)। তিনিই আমাদিগকে অন্ন বস্ত্র প্রদান করিবেন; তজ্জন্য কোনও চিন্তা করিতে হইবে না। সওদাগর-পত্নী বলিলেন, খোদাতা'লা রুজিদাতা বটে, কিন্তু তাহা হঠাৎ আহারের সময় আকাশ হইতে পতিত হইবে না, আমাদের অন্বেষণ করিয়া লইতে হইবে। আপনি বলিয়াছেন যে, বিধাতা সর্ব্ব মঙ্গলময়, তিনি জীবের মঙ্গলের জন্য সব করিয়া থাকেন, ইহা ঠিক কথা। তজ্জন্যই বলিতেছি দুঃখে, শোকে, বিপদে ধৈর্য্য অবলম্বন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। যাহা হউক আপনি নগরে যাইয়া, নগরবাসীদিগের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া কিছু লইয়া আসুন; যদ্বারা আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে। আমরা বর্ত্তমান সময় ভীষণ বিপদে পতিত হইয়াছি। এসময় ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন না করিলে গ্রাসাচ্ছাদনের দ্বিতীয় উপায় নাই। সওদাগর সাহেবও পত্নীর বাক্যে সম্মত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেন এবং তদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদিন সওদাগর-পত্নী সওদাগর সাহেবকে বলিলেন, প্রভো! এইরূপ ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা আর কত দিন চলিবে? আমি ভিক্ষা লব্ধ মুদ্রা হইতে প্রত্যহ কিছু কিছু জমা রাখিয়াছি, তাহাতে বর্ত্তমান সময় আমার হাতে ২৲দুইটী টাকা জমা হইয়াছে। এই টাকা দ্বারা আমাকে কোন জিনিষ ক্রয় করিয়া আনিয়া দিন।

আমি তাহা বিক্রয় করিব। অবশ্য তাহাতে কিছু লাভ হইতে পারে। সওদাগর সাহেব স্বীয় বুদ্ধিমতী পত্নীর কথানুসারে উক্ত দুই টাকা দিয়া বাজার হইতে কিছু মনোহারী জিনিষ (চুরি, পেয়ালা ইত্যাদি) আনিয়া দিলেন; সওদাগর-পত্নী উহা বাড়ীর নিকটবর্ত্তী প্রতিবেশীদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া কিছু লাভ করিলেন। তৎপর ঐ টাকা দ্বারা পুনঃ অন্য জিনিষ আনিয়া বিক্রয় করতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু বেশী লাভ করিলেন। এইরূপে এক বৎসরে ক্রমে সওদাগর পত্নীর হস্তে ৫০৲ টাকা জমা হইল। তখন তিনি সওদাগর সাহেবকে বলিলেন, প্রভো! এখন আপনার আর ভিক্ষা করার আবশ্যকতা নাই। আমি ক্রয় বিক্রয় দ্বারা এক বৎসরে ৫০৲ টাকা হস্তগত করিয়াছি। আপনি সহরের কোন স্থানে ছোট একখানা ঘর ভাড়া করিয়া এই ৫০৲ টাকা দ্বারা একটী সামান্য দোকান খুলিয়া দিন। দয়াময় খোদাতা'লা, তাহা দ্বারাই আমাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিবেন।

সওদাগর সাহেব পত্নীর বাক্যে সম্মত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করতঃ সহরে একটী দোকান খুলিলেন। দোকানে সামান্য পরিমাণে, চাউল, ডাইল, নুন, তৈল ইত্যাদি রাখিয়া দোকান চালাইতে লাগিলেন। বৎসরান্তে হিসাব করিয়া দেখিলেন, সমস্ত খরচ বাদে, তাঁহার হাতে ৫০০৲ টাকা

মজুত হইয়াছে। অতঃপর ক্রমে দোকানের আয়তন বৃদ্ধি করিতে করিতে দশ বৎসর পরে সওদাগর সাহেব প্রচুর ধনশালী হইলেন। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বড় সওদাগর হইয়া উঠিলেন। পুনরায় তাহার সহস্র সহস্র বাণিজ্য জাহাজ পূর্ব্ববৎ বিভিন্ন দেশে যাইতে লাগিল। এবং সকলদেশে তাঁহার সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। করুণাময় খোদাতা'লার অনুগ্রহে সওদাগর সাহেব এখন পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ ধন সম্পত্তির অধিকারী হইয়া ইরাণের অধিপতি হইলেন। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুন্দররূপে দালান কোঠা, বালাখানা, পান্থশালা ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিলেন। পশ্বালয় নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ অধিক হস্তী, অশ্ব, গো, উষ্ট্র ইত্যাদি পশু সমূহ রক্ষা করিলেন। শত শত দাস, দাসী সৈন্য, সামন্ত, পাইক, পেয়াদা নিযুক্ত করিলেন। প্রহরীগণ পূর্ব্বের ন্যায় অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দিন রাত্রি পাহারায় নিয়োজিত হইল। পুষ্পোদ্যানে পূর্ব্ববৎ গোলাপ, টগর, বেল, যুথি, মালতী, শেফালিকা প্রভৃতি পুষ্প সমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভে সওদাগর ভবন আমোদিত করিতে লাগিল। সওদাগর সাহেব পুত্র, কন্যা, স্ত্রী ও অন্যান্য পরিজন সহ পুনঃ সুখ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সওদাগর সাহেব স্বীয় পুত্রকন্যাকে লেখাপড়া শিক্ষা দিবার নিমিত্ত একজন মুন্সী নিযুক্ত করিলেন। তিনি আহ্লাদ করিয়া পুত্রের নাম কায়খস্রু এবং কন্যার নাম মেহের নেগার রাখিয়াছিলেন। খস্রু ও মেহের নেগার অতি আনন্দিত মনে, মুন্সী সাহেবের নিকট মনোযোগের সহিত বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। তাহারা আরবী, পার্শী, উর্দ্দু ভাষায় অতি অল্প সময়ে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিল। তাহাদের অসাধারণ জ্ঞানপিপাসা দেখিয়া মুন্সী সাহেব, তাহাদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে ও লেখা পড়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মেহের নেগারের শারীরিক সৌন্দর্য্যও অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মেহের নেগার এখন বয়ঃপ্রাপ্তা যুবতী। তাহার সমস্ত শরীরেই পূর্ণ যৌবনের সুদর্শন লক্ষণ সমূহ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। তাহাকে দর্শন করিলে ঠিক যেন একটী স্বর্গীয় অপ্সরা বলিয়া বোধ হয়।

আহা! যুবতী কি অপরূপা সুন্দরী! তাহার সর্ব্বাবয়ব হইতে লাবণ্য নির্ঝর যেন শত ধারায় বহিয়া চলিয়াছে।

তাহার রূপের ছটা বর্ণনাতীত। বিশ্বশিল্পী, যেন শিল্প চাতুর্য্য এই রমণী রত্নেই প্রকাশ করিয়াছেন। যুবতীর কটিদেশ সিংহের কটির ন্যায় সরু; বাহু যুগল যেন মৃণাল যুগল, চক্ষু দুইটী আকর্ণ বিস্তৃত, কাল কেশরাশি জানু পর্য্যন্ত লম্বিত, শরীরের রং কাঁচা সোণার ন্যায় উজ্জ্বল।

মানব শরীরস্থ ইন্দ্রিয় সমূহের মধ্যে চক্ষুই প্রধান। চক্ষুর সাহায্যেই সদসৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত ও দৃষ্ট হয়। মায়া, মমতা, ভালবাসা ও প্রেমের কার্য্য চক্ষু দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। রিপু সমূহের মধ্যে কাম রিপুই প্রধান। উহাকে দমন করা মানবের সাধ্যাতীত। বায়ু সংযোগে অগ্নির শক্তি যেমন অধিকতর বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ চক্ষুর সাহায্যে কাম রিপুর উত্তেজনাও অধিকতর বর্দ্ধিত হয়। চক্ষুহীন ব্যক্তির কামোদ্দীপনা শক্তি অপেক্ষাকৃত কম।

অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত গোলাপ সদৃশ, কোমলমতি, নবীনা যুবতী মেহের নেগার প্রত্যহ মুন্সী সাহেবের নিকট পড়িতে যায়। তাহার ভরা যৌবনের কান্তি দর্শনে মুন্সী সাহেবের কাম রিপুর উত্তেজনা বর্দ্ধিত হইয়া মুন্সী সাহেবকে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য করিয়া ফেলিল। মুন্সী সাহেব তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় চিন্তনে মনোনিবেশ করিলেন। মেহের নেগার শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নানা বিষয়ে সদ্‌জ্ঞান লাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ

লজ্জা ও পবিত্র সতীত্ব তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়াছে। তাহার নিকট মনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে, যদি তাহার পিতার নিকট তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে জীবন নাশের একান্ত সম্ভাবনা অথবা লোক সমাজে তাহাকে বিশেষ অবমানিত, লজ্জিত ও ঘৃণিত হইতে হইবে, মুন্‌সী সাহেব মনে মনে এইরূপ নানা প্রকার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। বহু চিন্তার পর স্থির করিলেন যে, যদি সওদাগর সাহেবকে কার্য্যো-পলক্ষে বহুদূরদেশে পাঠান যায়, তাহা হইলে সহজেই অভীষ্ট পূর্ণ হইতে পারে। নচেৎ আর অন্য উপায় নাই, মুন্‌সী সাহেব মনে মনে এই দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন যে, ইহা করিতেই হইবে। এই শিকার হস্তভ্রষ্ট হইলে জীবনে আর হস্তগত হওয়া অসম্ভব হইবে।

অতঃপর মুন্‌সী সাহেব সওদাগর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল। সওদাগর সাহেব মুন্‌সী সাহেবকে সমীপে উপস্থিত দর্শন করিয়া, সাদর সম্ভাষণ করতঃ বসিতে আসন দিয়া, আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মুন্‌সী সাহেব বলিলেন, জোনাব! আমি অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম করতঃ আপনার পুত্র কন্যাকে লেখাপড়া শিক্ষাপ্রদান করিয়াছি। তাহারা আমার সযত্ন চেষ্টায়, নানা বিষয়ে জ্ঞান ও সুশিক্ষা লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে তাহারা শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনে

পদার্পণ করিয়াছে। আপনিও বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। এখন তাহাদিগকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করা আবশ্যক। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে অন্য একটী কার্য্য করিতে হইবে। আপনি সওদাগর; বাণিজ্য কার্য্য আপনার প্রধান ব্যবসা। আপনার পুত্র লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছে সত্য কিন্তু বাণিজ্য কার্য্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। বিশেষতঃ কোন্ দেশে কি কি জিনিষ আছে, বাদসাদের সহিত কি প্রকারে আলাপ ব্যবহার করিতে হয়, কোন্ কাজ করিলে সম্মান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, আর কোন্ কাজ করিলেই বা সম্মানের অবনতি ঘটে তৎসম্বন্ধে কিছুই অবগত নহে। আপনি জীবিত থাকিতে ঐ সব বিষয় শিক্ষা না দিলে, আপনার অভাবে সে ভীষণ বিপদগ্রস্ত হইবে। আপনিও ইরাণের অধিপতি শ্রেষ্ঠ সওদাগর হইয়া এযাবত মক্কাশরিফ যান নাই এবং হজ্জব্রতও সাধন করেন নাই। তজ্জন্যই আমি এখন সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে, আপনি আপনার পুত্রকে লইয়া প্রথমে মক্কাশরিফ গমন ও হজব্রত পালন করুন। পরে ইরাণে পুনরাগমন পূর্ব্বক পুত্রটীকে বাণিজ্যের রীতি নীতি শিক্ষাদান করতঃ পুত্র ও কন্যার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করুন। আর একটী অতি জ্ঞাতব্য বিষয় বলিতেছি যে, আপনার কন্যা মেহের নেগারকে আপনার সঙ্গে নেওয়া আমি ভাল মনে করি না।

কারণ সে এখন পূর্ণ যুবতী। বিশেষতঃ অনূঢ়া। এতাদৃশী বয়ঃপ্রাপ্তা অনূঢ়া কন্যাকে সঙ্গে লইয়া দেশ দেশান্তরে যাওয়া আমি কোন মতেই যুক্তিযুক্ত মনে করি না।

মুন্সী সাহেবের উল্লিখিত উপদেশবাণী-সমূহ সওদাগর সাহেবের নিকট বড়ই মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইল; সুতরাং তাঁহার কথা এক বাক্যে শিরোধার্য্য করিলেন। অনন্তর একদিন, সওদাগর সাহেব, স্বীয় ভবনস্থিত, দাস, দাসী, মন্ত্রী, সৈন্য, সামন্ত প্রভৃতিকে বলিলেন, আমি কতক দিবসের জন্য সপুত্র বিদেশ যাত্রা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। মুন্সী সাহেবকে বাড়ীর কর্ত্তৃত্ব পদে রাখিয়া যাইব; তোমরা সকলেই প্রাণপণে তাহার আদেশ প্রতিপালনে কখনও অবহেলা করিও না। মুন্সী সাহেবকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, আমি আপনার উপদেশ মত মাত্র পুত্রটীকে সঙ্গে লইয়া বিদেশ গমন করিতেছি। আপনার উপর বাড়ীর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব ন্যস্ত রহিল। মেহের নেগারকেও বাড়ী রাখিয়া যাওয়া হইল। আপনিই স্বীয় কন্যা জ্ঞানে তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন। এইরূপ ভাবে সওদাগর সাহেব, মন্ত্রী, সৈন্য সামন্ত, পাইক, পেয়াদা ইত্যাদি প্রত্যেককে বলিয়া, প্রচুর ধন রত্ন, চাকর চাকরাণী এবং পণ্যদ্রব্য সহ বাণিজ্যার্থ বিদেশে গমন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সওদাগর সাহেব মেহের নেগারকে গৃহে রাখিয়া বিদেশ যাত্রা করিয়াছেন, এখন আর কথা কি? সে এখন একমাত্র আমার আশ্রয়ে আছে, বিশেষতঃ পূর্ণ যুবতী; সুতরাং তাহাকে যাহা বলিব সে তাহাই করিতে বাধ্য হইবে; মুন্সী সাহেব ইহা মনে মনে চিন্তা করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। এবং মনে মনে ইহাও ভাবিলেন—এইত সময়, এইত সুযোগ, এইবার আমার মনোবাসনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে। আমি যাহার জন্য লালায়িত, যাহার যৌবন-চিত্র মানস পটে অঙ্কিত, যাহাকে লাভ করিলে নিজকে ধন্য মনে করিব, তাহাকে পাওয়ার সুযোগ ঘটিয়াছে, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? বাহ্‌বা কেমন সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি। ধন্য আমার বুদ্ধির এবং ধন্য আমার জ্ঞানের! মেহের নেগার এখন আমার জালে আবদ্ধ হইয়াছে, আর ছুটিবার উপায় নাই। ওগো মেহের নেগার!—এখন তুমি আমার হইলে! আমার মন প্রাণ তোমাকে অর্পণ করিয়াছি, তুমিও আমাকে অর্পণ কর। এখন আমি ভিন্ন তোমার আর কেহ নাই।

মেহের নেগার আমাকে সাতিশয় ভক্তি করিয়া থাকে; সুতরাং তাহার নিকট আমার মনোভাব ব্যক্ত করিলে, সে আমাকে অবজ্ঞা করিবে না; আমার কথা রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইবে, এইরূপ মনে মনে ভাবিয়া, কাম-পীড়িত মুন্সী সাহেব মেহের নেগারের নিকট উপস্থিত হইল। এদিকে মেহের নেগার গৃহে বসিয়া কোরাণ শরিফ পাঠ করিতেছিল, সহসা মুনসী সাহেবকে নিকটে আসিতে দেখিয়া, অতি ত্রস্তে দণ্ডায়মান হইয়া, নতশিরে, তাহাকে ছালাম করতঃ আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

মুন্সী সাহেব বলিল, মেহের নেগার! আমি তোমাকে কত ভালবাসি, কত স্নেহ করি; এপর্য্যন্ত কত কষ্ট স্বীকার করিয়া, তোমাকে লেখাপড়া শিক্ষা প্রদান করিয়াছি। এপর্য্যন্ত তোমাকে আমি কিছুই বলি নাই এবং বলিবারও কোন সুযোগ পাই নাই। তুমি অনূঢ়া যুবতী; তোমার রূপ ও যৌবনের মোহে মুগ্ধ হইয়া হৃদয়ে অনেক দিন যাবত অত্যন্ত যাতনা ভোগ করিতেছি। তাহা বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছি না এবং পারিবও না। আমার সেই মনোবেদনা লইয়া, তোমার প্রেমাভিলাষে, তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এখন তুমি আমাকে ভালবাসিয়া, তোমার প্রেমের আলিঙ্গন প্রদান করতঃ আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর। তোমার

আলিঙ্গন প্রাপ্ত না হইলে, আমার মনোবেদনা, আমার অশান্তি কিছুতেই দূরীভূত হইবে না।

মেহের নেগার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, চমকিত হইয়া উঠিল এবং বলিল আমি শৈশব কাল হইতে আপনার নিকট লেখাপড়া শিক্ষা করিতেছি, সুতরাং আপনি শিক্ষাগুরু। শিক্ষাগুরু পিতৃতুল্য। আমি আপনাকে পিতার ন্যায় জ্ঞান করি। আপনিও আমাকে স্বীয় সন্তান তুল্য জ্ঞান করিয়া, আমাকে বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করিয়া আসিতেছেন। এখন আপনার এই ঘৃণিত পাপ বাক্য শ্রবণে আমি মর্ম্মাহত হইয়াছি। আপনি কি একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়াছেন? আপনার কি মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছে? আপনি কি আখেরাত একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন? শেষ দিবস খোদাতা'লার নিকট কেমন করিয়া মুখ দেখাইবেন? এবং কেমন করিয়া তাঁহার নিকট জবাব দিবেন? আপনার মুখে এই প্রকার দুষ্ক্রিয়ার প্রস্তাব? সাবধান! ঈদৃশ পাপ কার্য্যের কথা আর কখনও মুখে আনিবেন না। তাহা হইলে খোদাতা'লা কখনও সহ্য করিতে পারিবেন না। তিনি সর্ব্বদা সতীকে রক্ষা করেন। পাপীকে শাস্তি প্রদান করেন।

সাধ্বী মেহের নেগারের এই প্রকার কথা শুনিয়া, পাপাত্মা মুন্‌সী সাহেব বলিল, মেহের নেগার! আমি

কামাতুর হইয়া তোমার প্রেমালিঙ্গনে মন প্রাণ শীতল করিতে তোমার নিকট আসিয়াছি। যদি তুমি স্বেচ্ছায় আমাকে আলিঙ্গন প্রদান না কর, তবে আমি বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন প্রদান করতঃ আমার মনের সাধ পূর্ণ করিব। তোমার ঐ ক্রন্দনের কাতর ধ্বনিতে, তোমার ঐ নিন্দা সূচক কটূক্তিতে আমার মন আলিঙ্গন প্রাপ্তির আশা হইতে বিচলিত হইবে না। তোমার শত বাঁধা আমি তৃণবৎ উড়াইয়া দিব। মনের সাধ মিটাইব! মনের সাধ মিটাইব!

মেহের নেগার মুন্সী সাহেবের এতাদৃশ কার্য্য দর্শনে মনে মনে চিন্তা করিল যে, নিশ্চয়ই ইহার ঘাড়ে শয়তান চাপিয়াছে। সুতরাং ইনি কিছুতেই নিবৃত্ত হইবেন না। যাহা হউক কৌশলে উহাকে দমন করিতে হইবে। মেহের নেগার মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিয়া, তাহাকে বলিল, আমি আপনার প্রতি যে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তাহাতে আপনি মনে অত্যন্ত বেদনা পাইয়াছেন; তজ্জন্য আমি বিশেষ অনুতপ্ত হইতেছি। আশা করি আপনি স্বীয় উদারতা গুণে আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমার প্রতি আপনার ভালবাসা, প্রেম,কত গাঢ়রূপে জন্মিয়াছে, কেবল তাহাই বুঝিবার জন্য আপনার প্রতি ঐ প্রকার কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছি। এখন বুঝিতে পারিলাম যে, আমার প্রতি আপনার

ভালবাসা প্রকৃতরূপেই জন্মিয়াছে। আপনি আমার প্রতি প্রকৃত প্রেম করিতেই উদ্যত। আমিও আপনাকে প্রেমালিঙ্গন করিতে সম্পূর্ণ বাধ্য আছি। কিন্তু এখন দিবাকাল। বিশেষতঃ গৃহাভ্যন্তরে বহুলোক গমনাগমন করিয়া থাকে। সুতরাং এসময় উক্ত কার্য্য করিবার সুযোগ ঘটিবে না। আপনি এখন প্রস্থান করুন; রাত্রি সহযোগে কার্য্য সমাধার বেশ সুযোগ হইবে; তখন আপনার মনোবাসনা পূর্ণ করিতে আমার কোনও আপত্তি হইবে না। এতচ্ছ্রবণে মুন্সী সাহেব বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মেহের নেগার নির্জ্জন কক্ষে একাকিনী বসিয়া ভাবিতে লাগিল, যিনি বাল্যাবধি এপর্য্যন্ত আমাকে সন্তানের ন্যায় ভালবাসিয়া সুশিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, যাহাকে আমি পিতৃতুল্য জ্ঞান ও ভক্তি করি, তাঁহার মনে ঈদৃশ পাপ ইচ্ছা! যদি আজ আমার পিতা কিংবা ভ্রাতা গৃহে উপস্থিত থাকিতেন, তবে নিশ্চয়ই এই পাপ মূর্ত্তির ধ্বংশ সাধিত হইত। নিশ্চয়ই এই দুরাচারকে মৃত্যুর করাল কবলে পতিত হইতে হইত।

হে সর্ব্বশক্তিমান, পাপতাপহারী খোদাতায়ালা ! আমি অবলা, নিরাশ্রয়া বালিকা ; তুমি দয়া করিয়া, দুরাচার শয়তানের হাত হইতে আমাকে রক্ষা কর। তুমি ভিন্ন এ বিপদ হইতে পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই।

অনন্তর মেহের নেগার অতি দুঃখিত মনে দ্বারবানগণের নিকট উপস্থিত হইল। দ্বারবানগণ তাঁহাকে নতশিরে অভিবাদন করতঃ আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। মেহের নেগার মুন্সী সাহেবের পাপ প্রস্তাবের বিষয় সম্পূর্ণরূপে দ্বারবানগণের নিকট বর্ণনা করিল এবং মুন্সী সাহেব যে এই পাপ কার্য্য সাধনের জন্য রাত্রিতে আগমন করিবে, তাহাও বলিল। দ্বারবানগণ মেহের নেগারের মুখে এবম্ভূত ভীষণ পাপকথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, আমরা আপনার আজ্ঞাবহ কিঙ্কর থাকিতে কাহার সাধ্য যে, আপনার শরীরস্থ একগাছি কেশাগ্র স্পর্শ করে ? আপনার আদেশ হইলে মুহূর্ত্তে তাহার শির ধূলিতে পরিণত করিতে পারি ! আপনি তজ্জন্য চিন্তিত হইবেন না ! নিশ্চিন্ত মনে যথেচ্ছা বিহার করুন। এখন হইতে মুন্সী সাহেবের প্রতি আমাদের তীব্রদৃষ্টি রহিল। আমরা তাহার সমুচিত শাস্তির বিধান করিব। মেহের নেগার এই প্রকার আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়া স্বীয় কক্ষে প্রস্থান করিল।

দ্বারবানগণ তাহাদের প্রপিতামহের কালে দুইখানা নাগরাই জুতা আনিয়া তাহা নর্দ্দমাতে ডুবাইয়া রাখিল। পাদুকাদ্বয় সমস্ত দিবস নর্দ্দমাতে অবগাহন করিয়া কোমল হইলে, তাহারা তাহা উঠাইয়া দুইজনে দুইখানা হাতে লইয়া, মুন্‌সী সাহেবের অভ্যর্থনার্থ অপেক্ষা করিতে লাগিল।

দুর্ম্মতিপরায়ণ কামাতুর মুন্‌সী, স্বীয় গৃহে গমন করিয়া দিবাকরকে পশ্চিমাস্তচলে দুই হস্তে ঠেলিয়া নিশাদেবীর আহ্বান করিতে এবং নানা সাজে সুসজ্জিত হইয়া অঙ্গে বিবিধ সুগন্ধি দ্রব্য মাখিতে লাগিল। দিবাবসানে, রাত্রিতে সে দর্পণে মুখ দর্শন করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, কে বলিবে আমি বৃদ্ধ হইয়াছি? এখন দেখিলে সকলেই আমাকে পূর্ণ যুবক বলিয়া মনে করিবে। আমার এ সৌন্দর্য্য, আমার এ মনোহর মূর্ত্তি দর্শন করিলে, মেহের নেগার নিশ্চয়ই উন্মত্তা হইবে। সে আমাকে আর অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করিবে না; আমাকে নিশ্চয়ই সাদরে আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হইবে। বাহ্‌বা, বাহ্‌বা আজ আমার ন্যায় সুখী কে? আমার বুদ্ধি কার্য্যে পরিণত হওয়ার সময় আজ। আমার চির-অভীষ্ট সিদ্ধি হওয়ার সময় আজই, আমার মণপ্রাণ তৃপ্ত হওয়ার সময় আজ! এইরূপ ভাবিয়া, আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রির আগমন হওয়ায়, মুন্সীসাহেব আনন্দিত মনে, মেহের নেগারের গৃহাভিমুখে গমন করিল।

পাপীষ্ঠ মুন্‌সী, পাপচিন্তা করিতে করিতে সওদাগর ভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল যে, যম কিঙ্কর সদৃশ দ্বারবানদ্বয়, দুই হস্তে দুইখানা জুতা লইয়া দরজায় দণ্ডায়মান আছে। মুনসীকে দেখিয়া তাহারা বলিল, এত রাত্রিতে আপনি কোথায় যাইবেন? এখানে আগমনের আবশ্যকতা কি? এতচ্ছ্রবণে মুন্‌সী রাগান্বিত হইয়া বলিল, ওরে নরাধম গোলাম বংশধর! মুন্‌সী বলিয়া আমাকে চিনিতে পারিলি না? আমার সঙ্গে প্রত্যুত্তর? তোদের এতদূর স্পর্দ্ধা? আমার যথা ইচ্ছা তথায় যাইব। তাহা জিজ্ঞাসা করিবার তোরা কে? দ্বারবানদ্বয় বলিল, হাঁ, আপনাকে মুন্‌সী সাহেব বলিয়া চিনিয়াছি, আমরা সমস্ত দিবস আপনার কথাই মনে করিয়াছি এবং এখানে আপনার অপেক্ষায়ই দণ্ডায়মান আছি। আমরা আপনার আক্কেল সেলামী প্রদান করিবার নিমিত্ত কিছু প্রস্তুত করিয়াছি; এই দেখুন তাহা আমাদের হস্তে আছে। এই বলিয়া তাহারা দ্বার অবরোধ করিয়া রাখিল।

মুন্‌সী ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া বলিল, কিরে "হারামজাদা" আমার সঙ্গে বেআদবী? এখনই এই বেত্রাঘাতে পৃষ্ট হইতে রক্তের নদী প্রবাহিত করিব। ইহা বলিয়া দ্বারবান্‌দিগকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, দ্বারবানগণ আর কালবিলম্ব না করিয়া, তাহাদের হস্তস্থিত সেই কোমল জুতা দ্বারা, তাহার

গাত্রে চটাচট্, চটাচট্, করিয়া প্রহার করিতে লাগিল। বিশ পঁচিশ ঘা আঘাতেই মুন্সীর গাত্র দিয়া রক্তগঙ্গা বাহির হইতে লাগিল। সমুচিত অভ্যর্থনা ও আক্কেল সেলামী প্রাপ্ত হইয়া, মুন্সী বলিল, তোরা যে জন্য যাহা করিলি, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। যদি জীবনে বাঁচিয়া থাকি, তবে ইহার যথোচিত প্রতিশোধ লইব, এবং দেখিব মেহের নেগার কেমন করিয়া ঘরে থাকিতে পারে! অনন্তর মুন্সীজি প্রস্থান করিল। এবং গৃহে উপবেশন করিয়া নিজে নিজে বলিতে লাগিল, হায়! মেহের নেগার, আমাকে আশা দিয়া নিরাশ করিলি? ষড়যন্ত্র করিয়া আমাকে দ্বারবানের হস্তে অপমান করিলি? আচ্ছা দেখি, কেমন করিয়া তুই ঘরে থাকিতে পারিস?

অনন্তর মুন্সীজি সওদাগর সাহেবের নিকট পত্র লিখিতে বসিল। পত্রখানা এইরূপ লিখিল:—

ইরান হইতে
৭ই আষাঢ়।

মাননীয় সওদাগর সাহেব! আমার ভক্তিপূর্ণ সেলাম গ্রহণ করিবেন। আপনারা বাড়ী ঘর ত্যাগ করিয়া বিদেশে গমন করিয়াছেন; এপর্য্যন্ত আপনাদের পত্রাদি না পাইয়া

চিন্তিত আছি। আপনারা, আমার উপর বাড়ীর সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আপনারা যাইবার কিয়দ্দিবস পরেই মেহের নেগার আমাকে অন্তঃপুরে যাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি মেহের নেগার কোনও দুষ্ট লোকের প্রেমে মগ্ন হইয়া স্বীয় অসৎ-বৃত্তির চরিতার্থ করিতেছে। ইহা অবগত হওয়ার পর, আমি তাহাকে শাসন করার জন্য ২।১টী কটুকথা বলায়, সে দ্বারবানের হস্তে আমাকে যেরূপ অপমানিত করিয়াছে তাহা পত্রে বর্ণনাতীত। আপনার কন্যা আপনার পবিত্র কুলকে পাপের কালিমায় লিপ্ত করিয়াছে এবং আরও করিবে। আপনি দেশে প্রত্যাগমন করিয়া কি প্রকারে দেশবাসী আত্মীয় স্বজনকে মুখ দেখাইবেন, আমি তাহাই চিন্তা করিতেছি। আমি এই পাপাচার আর সহ্য করিতে না পারিয়া আপনার অবগতির জন্য লিখিলাম। যাহা ভাল বোধ করেন তাহাই করিবেন। ইতি।

আপনার

রহ্‌মতউল্লা মুন্সী।

সুচতুর ও দুর্ম্মতিপরায়ণ মুন্সী পত্রখানা খামে পুরিয়া জনৈক বিশ্বস্ত লোকের হস্তে দিয়া, তাহাকে সওদাগর সাহেবের

নিকট প্রেরণ করিল। পত্র-বাহক দ্রুতগামী অশ্বোপরি আরোহণ করিয়া কিয়দ্দিবসের মধ্যে সওদাগর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহার হস্তে পত্র প্রদান করিল!

সওদাগর সাহেব হর্ষোৎফুল্ল মনে পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। পত্র পাঠ করতঃ দুঃখে ও ক্ষোভে অধীর হইয়া, স্বীয় পত্নী ও পুত্রকে তাহা জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহারা মেহের নেগারের ঈদৃশ কুক্রিয়ার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দুঃখে ও ক্ষোভে মর্ম্মাহত হইলেন। এবং সওদাগর সাহেব, ক্রোধে অধীর হইয়া, স্বীয়পুত্র কায়খস্রুকে বলিলেন বাবা! তুমি এখনই স্বদেশে গমন কর। গৃহে যাইয়া তোমার দুশ্চারিণী ভগিনী মেহের নেগারের শিরশ্ছেদ করতঃ তাহার শোণিত দ্বারা বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া আনিয়া আমাকে দেখাও; নচেৎ আমার মনের দুঃখ দূর হইবে না।

পিতৃ আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র খস্রু অশ্বারোহণ পূর্ব্বক, স্বদেশাভি-মুখে যাত্রা করিল, এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহে পৌঁছিতে সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছিল। এই সময় খস্রু অন্তঃপুরে প্রবেশ না করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল যে এখন রাত্রির প্রথম ভাগ, লোকের গমনাগমনের সময়। এই সময় অন্তঃপুরে প্রবেশ না করিয়া গভীর রাত্রিতে প্রবেশ করিয়া দেখিবে, মেহের নেগার

কি প্রকার কার্য্যে লিপ্ত আছে। কায় খসরু বিলাস ভবনের নিকটবর্ত্তী পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে গভীর রাত্রির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মেহের নেগারের পাপকার্য্যের পরিণাম চিন্তা করিতে লাগিল। যখন ঘড়ি বাজাওয়ালা ঠন্ ঠন্ করিয়া দুইটা বাজাইল, তখন খসরু তরবারী হস্তে করিয়া মেহের নেগারের কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করতঃ দেখিল যে মেহের নেগার স্বীয় নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া একাকিনী কোরাণ শরিফ পাঠ করিতেছে। খসরু কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলে, মেহের নেগার, বিদেশ প্রত্যাগত স্বীয় ভ্রাতাকে দর্শন করিয়া কোরাণপাঠ বন্ধ করতঃ অতি আনন্দিত মনে দণ্ডায়মান হইল। যুবক, তখনই তরবারীর আঘাতে মস্তক ছেদন করিবার জন্য তরবারী মেহের নেগারের মস্তকোপরি উত্তোলন করিল। মেহের নেগার ভ্রাতার এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। এবং ভীত ও শঙ্কিত চিত্তে কাঁপিতে কাঁপিতে, ছল ছল নেত্রে ও কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিল, ভ্রাতঃ! বহুদিনাতীত হইল, তোমরা বিদেশে গমন করিয়াছ, এই দীর্ঘকাল তোমাদের সংবাদাদি না পাইয়া যৎপরো-নাস্তি চিন্তায় কাল কাটাইয়াছি। এখন হঠাৎ তোমাকে গৃহে উপস্থিত দেখিয়া, যেন আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। তোমার সহিত অতীতকালের কত কথা বলিব এবং তোমা

হইতে কত কথা শুনিব, আরও অন্যান্য কত বিষয়ের আলাপ করিব, আশা করিয়াছি ; কিন্তু তোমার অমানুষিক কার্য্য দেখিয়া আমি একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। তুমি আমাকে কি জন্য মারিতে উদ্যত হইয়াছ, তাহার কারণ আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যদি আমি এমন কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকি যে, তজ্জন্য আমার প্রাণ বধ করা একান্ত আবশ্যক নচেৎ কৃতপাপের উপযুক্ত শাস্তি হয় না, তাহা হইলে মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া আমার মস্তক ছেদন কর। এই বলিয়া মেহের নেগার ভ্রাতার হস্তস্থিত তরবারীর নীচে স্বীয় মস্তক রাখিয়া প্রবলবেগে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

খস্রু তাহার ভগিনী মেহের নেগারের মুখে এই প্রকার কথা শুনিয়া এবং তাহার এই প্রকার ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। তাহার অন্তঃকরণে মায়ার উদ্রেক হওয়ায় সে আর ভগিনীকে মারিতে পারিল না। যুবক কতক সময় অনিমেষ নয়নে ভগিনীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া বহির্ব্বাটীতে প্রস্থান করিল, এবং রাত্রি প্রভাতোম্মুখ সময়ে চারিজন বেহারা সহ একখানা পাল্কী লইয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল এবং মেহের-নেগারকে তাহাতে আরোহণ করাইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল। খস্রু বেহারাগণকে দ্রুতবেগে চলিবার ইঙ্গিত করিয়া, নিজেও দ্রুত চলিতে লাগিল। রাত্রির অন্ধকার ও নিস্তব্ধতা এখনও

সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নাই। পক্ষী সমূহ এখনও স্বীয় স্বীয় বাসা পরিত্যাগ করে নাই। নিশাচর শ্বাপদকুল এখনও শিকারে বিরত হইয়া স্বস্থানে উপস্থিত হয় নাই। সূর্য্যদেব এখনও নিশারাণীর রাজত্বে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য উপস্থিত হন নাই। যুবক অন্ধকারাচ্ছন্ন বিজন বনের মধ্য দিয়া, পাল্কী সমভিব্যাহারে অবিরাম গতিতে চলিতেছে। বহুদূর গমনের পর রাত্রির অবসান ও সূর্য্যদেবের উদয় হইল ; তবুও তাহাদের অবিরাম গতি ; দিবাকরের তীক্ষ্ণ কিরণে পৃথিবী উত্তপ্ত হইল ; বেহারাগণ ও খসুরু ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইল, তবুও তাহাদের অবিরাম গতি। বেহারাদের মুখে কেবল হেক্কা হো,-হো,-হো ; হেক্কা হো,-হো,-হো ; হেক্কা হো,-হো,-হো শব্দ শুনা যাইতেছে। পাল্কীর অভ্যন্তরে থাকিয়া, যুবতী মেহের নেগার চিন্তা করিতেছে, ভ্রাতা আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে, কোথায় যাইয়া এই পাল্কী থামিবে, কেন লইয়া যাইতেছে, গন্তব্য স্থানে লইয়া আমাকে কি করিবে, আমার কি দশা ঘটিবে ইত্যাদি। ভ্রাতার যেরূপ উগ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছি, তাহাতে আমার বোধ হইতেছে যে, আমাকে কোন নির্জ্জন স্থানে লইয়া যাইয়া, বধ করিবে। হায়! আমি কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে, তজ্জন্য ভ্রাতা আমার প্রতি এরূপ কঠোর ব্যবহার করিতেছে। আবার ভাবিতে লাগিল না কখনও ইহা

হইতে পারে না। ভ্রাতা আমাকে বিনা অপরাধে বধ করিতে পারে না। একই শোণিতে, একই পিতার ঔরষে, একই মাতার গর্ভে উভয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার প্রতি কি তাহার মায়ামমতা নাই? বোধ হয় পিতামাতার নিকট আমাকে লইয়া যাইতেছে। তাহাই বা এরূপ ভাবে কেন? এরূপ গোপনে কেন? এত দ্রুত কেন? এবং ভ্রাতা আমার প্রতি কোন কথাই বা বলিতেছে না কেন? এবং আমার প্রতি এত ক্রুদ্ধই বা কেন? ইহার রহস্য কি, কিছুই বুঝা যাইতেছে না। হায়! ভ্রাতঃ আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ? যুবতী এইরূপ আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে অশান্তির ঘাতপ্রতিঘাতে অস্থির হইয়া উঠিল।

যুবক পাল্কী সহ যাইতে যাইতে দিবা শেষে নিবিড়, দুর্গম বিজন এক অরণ্যে যাইয়া উপস্থিত হইল। যুবকের ইঙ্গিতে তথায় বেহারাগণ স্কন্ধ হইতে পাল্কী নামাইল। খস্রু বেহারা-দিগকে গোপনে বলিয়া দিল যে, এখানে মেহের নেগারকে বনবাস দেওয়া হইবে; এই কথা যেন তাহারা কাহারও নিকট ব্যক্ত না করে। এজন্য তাহাদিগকে প্রচুর অর্থও প্রদান করিল। বেহারাগণ আশাতীত প্রচুর অর্থ পাইয়া সাহ্লাদে পাল্কী শূন্য স্কন্ধে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

বেহারাগণকে বিদায় প্রদান করিয়া খস্রু মনে মনে চিন্তা

করিতে লাগিল এখন কি করি ? মেহের নেগারকে বধ করিয়া, তাহার রক্তে বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া নিতে পিতার আদেশ ছিল। কিন্তু তাহা পারিলাম কৈ ? মেহের নেগারকে বধ করিবার জন্য হস্তোত্তলন করা মাত্রই মায়া আসিয়া, "যুবক কি কর", "কি কর", "কি কর" বলিয়া আমার হস্ত ধরিল এবং তাহাকে বধ করিতে নিষেধ করিল। যুবক কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিযা একটী মৃগ বধ করতঃ, তাহার রক্তে বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া, তৎসহ পিতার নিকট উপস্থিত হইল। সওদাগর সাহেব রক্ত রঞ্জিত বস্ত্র দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইলেন। মায়াজনিত শোকে কতক দিবস বিশেষ কষ্ট অনুভব করিলেন। কয় দিবস এইরূপে তথায় অতি কষ্ট করিয়া, অবশেষে স্বদেশে আসিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনেক সময় অতীত হইল কিন্তু কাহারও কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া, মেহের নেগার পাল্কীর দরজা উন্মুক্ত করিল; কিন্তু সে তাহার সন্নিধানে আর কাহাকেও দেখিতে পাইল না। সে দেখিল তাহার চতুর্দ্দিকেই নির্জ্জন স্থান, নিবিড় অরণ্য,

হিংস্র জন্তুর আবাসস্থল। তখন পশ্চিমাকাশে সূর্য্যদেব আরক্তিম নেত্রে অস্তাচল গমনোন্মুখ হইতেছেন। সতীর প্রতি এরূপ অবিচার, অত্যাচারই, সূর্য্যদেবের ক্রোধের কারণ। তজ্জন্যই তিনি ক্রোধে আরক্তিম নেত্রে সকলকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। তিনি আর এই পাপ কার্য্য দর্শন করিবেন না। সূর্য্যদেব চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া সতীর দুঃখে নিশাদেবী কৃষ্ণ বস্ত্র পরিধান করতঃ সতীকে ঘিরিয়া সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে। নিশাচরগণ, সতী মেহের নেগারের দুঃখে দুঃখিত হইয়া রিম, সিম, রিম, টর্, লর্, ভ্যাঙ্ প্রভৃতি শব্দে মনোবেদনা প্রকাশ করিতেছে। ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বরাহ, গণ্ডার প্রভৃতি হিংস্রজন্তুগণ, হাউ, হুম্, ভেউ, প্রভৃতি শব্দে সতীকে ঘিরিয়া মনোদুঃখ প্রকাশ করিতেছে। মেহের নেগার এরূপ ভীষণ স্থান ও ভীষণ জন্তু সমূহ নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল। হিংস্রজন্তুগণ মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাকে উদরসাৎ করিবে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে সে এই আশঙ্কা করিতে লাগিল।

স্বাধ্বী মেহের নেগার এইরূপ ভীষণ বিজন অরণ্যে হিংস্রজন্তু পরিবেষ্টিতা হইয়া ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ভয়ে অতীব কাতর হইয়া নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহার চক্ষুর জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। শরীর কাঁপিতে লাগিল। সে বলিতে

লাগিল, আমি সওদাগরদুহিতা; পিতামাতার পরম আদরে প্রতিপালিতা হইয়াছি। দুঃখ কষ্টের লেশ মাত্র জানি নাই। ভ্রাতা আমাকে নিবিড় জঙ্গলে একাকিনী রাখিয়া গেল কেন? তবে ইহা আমার অনুমিত হয় যে, ইহা দুর্ম্মতিপরায়ণ, চতুর সেই মুন্সী সাহেবের ষড়যন্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে। মুন্সীজি ষড়যন্ত্র করিয়া আমার ভ্রাতার নিকট আমার কোন অপবাদ করিয়াছে, তাই ভ্রাতা আমাকে বনবাস দিতে বাধ্য হইয়াছে। হায়! এই জনশূন্য ঘোর অরণ্যে আমি একাকিনী ও অনাহারে কি প্রকারে থাকিব?

মেহের নেগার মনের খেদে, নানারূপ বিলাপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে যেন দুঃখের সাগরে ভাসিতে লাগিল। তাহার হৃদয় মধ্যে নানা প্রকার দুঃখকাহিনী উপস্থিত হইয়া তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল। যুবতী বিষাদ সাগরে মগ্ন হইয়া স্বীয় জননীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, জননি! তুমি কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছ, কত কষ্ট স্বীকার করিয়া আমাকে প্রতিপালন করিয়াছ, আজ তোমার অতি আহ্লাদের, পরম যত্নের সোহাগিনী সেই মেয়ে, মেহের নেগার, নিবিড় অরণ্যে হিংস্রজন্তু সমাবিষ্ট হইয়া কাঁদিতেছে। যাহাকে তুমি অতি আদর করিয়া নানা প্রকার সুখাদ্য খাওয়াইয়াছ, যাহার মুখে তুমি চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি খাদ্য নিজ

হস্তে তুলিয়া দিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছ, এবং যাহাকে না দেখিলে তুমি ব্যাকুল হইয়া পড়িতে, আজ তোমার সেই মেহের নেগার জনশূন্য, ভীষণারণ্যে একাকিনী ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাঁদিতেছে ! তুমি মেহের নেগারকে আর দেখিতে পাইবে না। মুহূর্ত্ত কাল মধ্যেই সে বনচর হিংস্র জন্তুর উদরস্থ হইয়া, ইহ সংসার ত্যাগ করিবে।

যুবতী আবার স্বীয় প্রাণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, প্রাণ ! কেন তুমি এত অস্থির হইয়াছ ? তোমাকে আর অস্থির হইতে হইবে না। আর তোমাকে বেশী সময় চিন্তা করিতে হইবে না। এখন তুমি যে নিবিড় অরণ্যে অবস্থান করিতেছ, শীঘ্রই এখানে তোমার চিরশান্তির বিধান হইবে। তোমার চতুর্দ্দিকে যে ভীষণ হিংস্রজন্তুদিগকে লম্ফ, ঝম্ফ করিতে দেখিতেছ, এখনই তাহারা তোমাকে ভক্ষণ করতঃ তোমার চিরশান্তির বিধান করিবে। তখন তোমার চিরকালের জন্য ক্ষুধা তৃষ্ণা মিটিয়া যাইবে।

মেহের নেগার হিংস্রজন্তুদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, ওহে ! মাংসলোলুপ বনচর হিংস্রজন্তুগণ, তোমরা কেন এদিক্ ওদিক্ ছুটাছুটি করিতেছ ! আইস, আমার নিকট আইস। আসিয়া তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ কর। দেখ জন্তুগণ ! আমি সওদাগর নন্দিনী. দুঃখ, কষ্ট কাহাকে বলে তাহা জানি না।

আমার আবাস স্থান ইন্দ্রভবন তুল্য রমণীয় ছিল। কত দাসদাসী সর্ব্বদা আমার সঙ্গে থাকিত; পিতামাতা সর্ব্বদা আমার সুখ বিধানে লিপ্ত থাকিতেন। আমি সর্ব্বদা সুখ ও ভোগে লিপ্ত থাকিতাম। তাহা পরিত্যাগ করিয়া এখন তোমাদের আবাসে, তোমাদের সংশ্রবে আসিয়াছি। ইহার কারণ কি? বুঝিয়াছি; ওহে জন্তুগণ আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। আমার অদৃষ্ট চক্রের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; বোধ হয় আমি কোন ভীষণ পাপ কার্য্য করিয়াছি; তাহার ফল ভোগার্থে এখানে তোমাদের কবলে পতিত হইয়াছি। তাহা বুঝিয়াই বোধ হয় ভ্রাতা আমাকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছে। কাজেই হে জন্তুগণ! তোমরা আর কালবিলম্ব করিও না। আইস, এখনই আমাকে উদরস্থ করিয়া তোমাদের আকাঙ্খা পূর্ণ কর এবং আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণার যাতনা দূর কর।

বনচরগণ মেহের নেগারের এতাদশ খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া, তাহাকে ভক্ষণ করিবে দূরে থাকুক; সকলে সমবেত ভাবে, তাহার সহিত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। শৃগালগণ হুঁয়াৎ তা হুঁ, হুঁয়াৎ তা হুঁ রবে, ব্যাঘ্রগণ হাউৎ, হাউৎ রবে, ভল্লুকগণ গোঁ, গোঁ রবে দুঃখ প্রকাশ ও মেহের নেগারকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

অনন্তর যুবতী বিলাপ করিতে করিতে সেই সর্ব্বমঙ্গলময়,

শান্তিদাতা বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, হে খোদাতায়ালা! তোমার মহিমা বুঝা ভার; ভ্রমান্ধ মানবের পক্ষে উহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তোমার দয়ায় কত বিজন বন সিংহাসনে এবং কত সিংহাসন বিজন বনে পরিণত হইতেছে! তোমার কৃপায় শত গ্রন্থী বস্ত্র পরিহিত, অন্ন ক্লিস্ট, ভগ্নপর্ণ কুটীর বাসী মানব সাম্রাজ্যাধিপতি হইতেছে, এবং সাম্রাজ্যাধিপতি ভিক্ষার্থ, দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইয়া কত লাঞ্ছিত হইতেছে! তোমার কৃপায় জীবের জন্ম মৃত্যু হইতেছে, তোমার কৃপায় কোন কোন মায়ান্ধ মানব ত্রিতাপে তাপিত এবং তোমার কৃপায় উহাদের কেহ বা তোমাকে লাভ করতঃ তোমারই প্রেম সাগরে মগ্ন আছে। হে খোদাওয়ান্দ করিম! তুমি দয়া করিয়া বিশ্বমানবের আদিপিতা হজরত আদম (আঃ) কে জনশূন্য ধরাধামে নিক্ষেপ করিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলে! তুমি দয়া করিয়া হজরত ইব্রাহিম (আঃ) কে ভীষণ অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে এবং তুমি দয়া করিয়া হজরত ইউনুচ (আঃ) কে তিমির গর্ভ হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলে। এবং তুমিই কৃপা করিয়া অন্ধকারময় কূপ হইতে হজরত ইউছুপ (আঃ) কে উদ্ধার করতঃ মিশরের অধিপতি করিয়া ছিলে। প্রভো! তোমার দয়া অসীম। তুমিই দয়া করিয়া শিশু ভূমিষ্ট হইবার পূর্ব্বে মাতৃস্তনে দুগ্ধ রাখিয়া

দাও। পীড়িত ব্যক্তির পীড়া হইতে পরিত্রাণের জন্য ঔষধের ব্যবস্থা কর। আমি ক্ষুদ্র মতি; তোমার দয়ার কি বর্ণনা করিব?

দয়াময়! আমি অতি ভীষণ বিপদে পতিত হইয়াছি। আমাকে এ বিপদ হইতে একমাত্র তুমিই উদ্ধার করিতে পার। বিপদে রক্ষাকর্ত্তা একমাত্র তুমি ব্যতীত আর কেহ নাই। তোমার দয়া হইলে, এতাদৃশ নিবিড় ও বিজন অরণ্য এবং হিংস্র জন্তুর আবাস স্থানকে, আমি নন্দন কানন সদৃশ রমণীয় ও সুখকর স্থান বলিয়া বিবেচনা করিব। দীননাথ! এখন আমি ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া, যে ভীষণ কষ্ট অনুভব করিতেছি, তোমার দয়া হইলে, এ দুঃখ স্বর্গ বাসজনিত সুখে পরিণত হইবে। প্রভো! আমার দেহ, মন ও প্রাণ তোমাতে অর্পণ করিলাম। ইহা রক্ষা করা বা না করা তোমার ইচ্ছা প্রভো! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

মেহের নেগার ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িল। আর অন্য উপায় না দেখিয়া বৃক্ষপত্র আহার করিয়া জীবন যাপন করিতে লাগিল। এবং মণপ্রাণে খোদাকে ডাকিতে লাগিল। সে সমস্ত দিন রোজা থাকিত; দিবাবসানে বৃক্ষ পত্র দ্বারা এপ্তার করিত। ইহাতে তাহার শরীর অত্যন্ত জীর্ণ, শীর্ণ হইয়া পড়িল। এইরূপে সাত বৎসর অতীত হইল। কিন্তু তাহার

থাকিবার স্থান সেই পাল্কী; এই দীর্ঘ কাল, কালের পেষণে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মেহের নেগারের পরিহিত বস্ত্র খানা, পচিয়া গাত্র হইতে খসিয়া খসিয়া পড়িয়াছে এমতাবস্থায় যুবতী অনন্যোপায় হইয়া পড়িয়াছে।

মেহের নেগার মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল সাতবৎসর অতীত হইল, ভ্রাতা আমাকে বনবাস দিয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত দিবা রাত্রি পাল্কীর মধ্যে অবস্থান করিয়া, হিংস্র জন্তুর হস্ত হইতে নিজকে রক্ষা করিয়াছি, যে কাপড়খানা পরিধান করিয়া আসিয়াছিলাম এ দীর্ঘ সময় তাহাদ্বারাই লজ্জা নিবারণ করিয়াছি। কিন্তু এখন সমস্তই নষ্ট হইয়া গেল; সুতরাং উপায় কি? আর অন্য উপায় না দেখিয়া, এক বৃক্ষের উপরে আরোহণ করিয়া হিংস্র জন্তুর কবল হইতে জীবন রক্ষা, এবং বৃক্ষপত্র পরিধান করিয়া লজ্জানিবারণ ও বৃক্ষ পত্র আহার করিয়া ক্ষুধা দূর করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যুবতী বৃক্ষের উপরে বসিয়া আছে, এমন সময় একজন যুবক, অশ্বে আরোহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। এবং সেখানে পাল্কীর ভগ্নাবশেষ দর্শন করতঃ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া

বলিতে লাগিল, এই নিবিড় অরণ্য একমাত্র হিংস্র জন্তুর আবাস স্থান। এখানে মানুষের সমাগম অসম্ভব। তবে এই স্থানে পাল্কীর ভগ্নাবশেষ দেখিতেছি কেন! বোধ হয় কোন অপরাধী ব্যক্তিকে পাল্কীর মধ্যে ভরিয়া, এখানে রাখিয়া যাওয়া হইয়াছিল; কোন হিংস্র জন্তু তাহাকে খাইয়া স্বীয় উদর পূর্ণ করিয়াছে; আমি তাহারই পাল্কীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইতেছি।

যুবক এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে বন মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, হঠাৎ বৃক্ষের উপরে তাহার দৃষ্টি পতিত হইল। অতি সুন্দরী স্ত্রীরূপ ধারী একটী পক্ষী বৃক্ষ শাখে বসিয়া আছে দেখিতে পাইল। তদ্দর্শনে যুবক অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, বলিতে লাগিল আহা! কি অপূর্ব্ব সুন্দর পাখী! কেমন সুন্দর ভাবেই বা বৃক্ষের ডালে বসিয়া রহিয়াছে! ইহাকে এখনই মারিয়া প্রাণে বেশ আনন্দ লাভ করিব! কেননা এরূপ পাখীত আর কখনও দেখি নাই এবং মারি নাই। অতঃপর যুবক উহাকে মারিবার জন্য তীর ছাড়িতে উদ্যত হইল।

এদিকে মেহের নেগার, বৃক্ষে বসিয়া দূর হইতে একটী সুন্দরকায় যুবককে আসিতে দেখিয়া, মনে মনে বলিতে লাগিল আজ সাত বৎসর অতীত হইল মানুষের মুখ দেখিতে পাই না,

বোধ করি খোদাতায়ালা আমার প্রতি সদয় হইয়াছেন, তাই আজ মানুষ মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। কিন্তু যুবককে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তীর ছুরিতে দেখিয়া বলিতে লাগিল, হায়! যুবককে দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম, বোধ হয় খোদাতায়ালা আমার প্রতি সদয় হইয়াছেন, কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা নয়। হায় অদৃষ্ট! ভাবিয়া ছিলাম এই নিবিড় অরণ্যে মানুষের মুখ আর নিরীক্ষণ করিতে হইবে না; জীবনের শেষ কয়েকটা দিন এইরূপ ভাবেই অতিবাহিত হইবে। হে প্রভো! তুমি দয়া করিয়া এ দাসীকে ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তুর কবল হইতে রক্ষা করিয়াছ; এখন নরঘাতক এই মানুষের হাত হইতে কি আমাকে রক্ষা করিবে না?

অনন্তর মেহের নেগার যুবককে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, হে যুবক! তুমি অকারণে আমাকে তীর বিদ্ধ করিবার জন্য কেন চেষ্টা করিতেছ! আমি অবলা, নিরাশ্রয়া ও বনবাসিনী হইয়া তোমার কি অপকার করিয়াছি? যদি তুমি খোদার বান্দা হও, যদি তুমি প্রকৃত মানুষ হও, তবে বিনা দোষে আমাকে বধ করিও না। আমাকে মারিয়া তোমার কি স্বার্থ সিদ্ধি হইবে? আমি তোমার কোন্ কাজে লাগিব? ইহা শুনিয়া যুবক অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, যদি তুমি মানুষ হও তবে, বৃক্ষের ডালে বসিয়া আছ কেন? তোমার পরিধেয়

বস্ত্র কোথায় ? কেনইবা তোমার বস্ত্র নাই ? যাহা হউক যদি তুমি প্রকৃতই মানুষ হও তবে, বৃক্ষ হইতে নামিয়া আইস। যুবতী বলিল, আমি উলঙ্গাবস্থায় কেমন করিয়া তোমার নিকট আসিব ? ইহা শুনিয়া যুবক তাহার মস্তক স্থিত উষ্ণিষ যুবতীর প্রতি নিক্ষেপ করিল। যুবতী তাহা ধরিয়া পরিধান পূর্ব্বক, বৃক্ষ হইতে মৃত্তিকায় অবতরণ করিল। উষ্ণিষ বস্ত্র পরিহিতা মেহের নেগার মাটীতে অবতরণ করিলে, যুবক তাহার অপরূপ রূপ লাবণ্য দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত ও মুগ্ধ হইল। যুবতীর জানু প্রলম্বিত, ভ্রমর রূপ ধারী মস্তক পরিপূরিত কেশ গুচ্ছ, আকর্ণ বিস্তৃত ভাসমান উজ্জ্বল নয়নযুগল, সূক্ষ্মাগ্র ও ললাট পর্য্যন্ত সমোচ্চ নাসিকা, যৌবনের সৌন্দর্য্য প্রকাশক উন্নত পীনদ্বয়, পরিপূর্ণ ও উন্নত গণ্ডস্থলী, ইত্যাদি দর্শনে যুবক মুগ্ধ হইল। সে স্থিরনেত্রে যুবতীর যৌবন কান্তি দর্শন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে যুবক বলিল, রমণি ! আমার বোধ হয়, তুমি কখনও মানুষী নও। নিশ্চয়ই কোন অপ্সরা ; নচেৎ এরূপ রূপ লাবণ্য কখনও মানবীতে সম্ভবে না। যদি তুমি প্রকৃত পক্ষেই মানবী হও তবে এই নিবিড় অরণ্যস্থিত বৃক্ষোপরি কেন এরূপ উলঙ্গাবস্থায় বসিয়া আছ ? মেহের নেগার যুবকের কথা শুনিয়া প্রত্যুত্তরে বলিল, যুবক ! বিশ্বাস কর বা না কর, তাহা তোমার ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর

করে। সত্য সত্যই বলিতেছি আমি মানবী। এই নিবিড় অরণ্যস্থিত বৃক্ষোপরি কেন বসিয়াছিলাম, তাহা বলিতে গেলে আমার জীবন কাহিনী বর্ণনা করিতে হয়। উহা শ্রবণ করিলে তুমি নিশ্চয়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইবে। অতঃপর মেহের নেগার তাহার আত্ম পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক, বনাগমন বৃত্তান্ত যথাযথরূপে বর্ণনা করিল। যুবক তাহার এতাদৃশ-দুঃখ কাহিনী শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক দুঃখ অনুভব করিল। এবং নির্ব্বাক্ অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিল। যুবতী মেহের নেগার আগন্তুক যুবকের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া বলিল, দেখিতেছি, তুমি আমার দুঃখ কাহিনী শ্রবণ করিয়া বিশেষ দুঃখ অনুভব করিতেছ; আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি "তুমি কে? এখানে কিরূপে এবং কেন আগমন করিয়াছ? তোমার পরিচয় সহ এখানে আগমন বিবরণ বর্ণনা করিয়া আমাকে আশ্বস্ত কর।"

অনন্তর যুবক বলিতে লাগিল, এছ্ফাহানের অধিপতি সুলতান ফেরদাউছ্ আমার পিতা, আমি তাহার পুত্র পরিরোক। একদা হরিণ শিকারে যাইবার জন্য আমার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সুতরাং পিতামাতার আদেশ গ্রহণপূর্ব্বক সৈন্য সামন্ত ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাদি সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় গমন করিলাম। ক্রমাগত এক দিকে গমন করিতে করিতে বহু বন জঙ্গল অতিক্রম করিয়া এক ভীষণ নিবিড় বিজন অরণ্যে উপস্থিত

হইলাম, তথায় শিবির সন্নিবেশ করতঃ মৃগয়ায় রত হইলে হঠাৎ আমার সম্মুখভাগে একটী মৃগ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে দেখিবা মাত্র তাহাকে তীর বিদ্ধ করিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলাম। আমি যত দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিতে লাগিলাম, মৃগটীও তদপেক্ষা অধিক বেগে দৌড়িয়া চলিতে লাগিল। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ পরেই মৃগ আমার সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইল। আমি তখন বিফল মনোরথ হইয়া শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিলাম। কিন্তু শিবিরে না পৌঁছিতেই পথিমধ্যে রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল। চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। সুতরাং আর চলিতে না পারায় বৃক্ষতলে বসিয়া রাত্রি যাপন করিলাম। রাত্রি প্রভাত হইলে, অশ্বারোহণ পূর্ব্বক শিবিরাভিমুখে গমন করিলাম, কিন্তু হায়! আর শিবিরে যাইতে পারিলাম না। আজ সাত বৎসর অতীত হইল, এই নিবিড় জনশূন্য অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। যে দিকে যাই সেই দিকেই কেবল বিজন অরণ্য! কোন প্রকারেই এই বন হইতে বাহির হইতে পারিলাম না। এবং কোন প্রকারেই আর আমি শিবিরে যাইতে পারিলাম না। সুতরাং কোথায় রহিয়াছে আমার সৈন্য, কোথায় রহিয়াছে আমার সামন্ত আর কোথায় রহিয়াছে আমার শিবির!

আজ সাত বৎসর যাবত কোন মানুষের মূর্ত্তি আমার দৃষ্টি-গোচর হইতেছে না। মনের শান্তি বিধানের জন্য এই অরণ্য

মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আমি তোমাকে দেখিয়া প্রথম মানুষ বলিয়া চিনিতে পারি নাই তাই তোমার প্রতি তীর নিক্ষেপে উদ্যত হইয়া ছিলাম। এই জন্য তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইও না। আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমার মনোহর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এখন আমি তোমার ভালবাসা ও প্রেমের ভিখারী। আমাকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর।

মেহের নেগার বলিল আজ সাত বৎসর পর একমাত্র তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। আমি তোমার চিরদাসী মনে করিবে। তোমার প্রতি আমার গভীর ভালবাসা জন্মিয়াছে; কিন্তু তোমার সহিত ধর্ম্মানুসারে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা উভয়ে সম্মিলিত হইতে পারি না বা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন প্রদান করিতে পারি না। তুমি আমাকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিতে বলিতেছ; কিন্তু ইহা প্রকৃত পক্ষে পাপজনক কাজ। তুমি অপরিচিত পুরুষ; তোমার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই; এমতাবস্থায় কি প্রকারে আলিঙ্গন প্রদান করা যাইতে পারে? তুমি ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক আমাকে তোমার দেশে লইয়া চল। সেখানে উভয়ের মধ্যে ধর্ম্মানুমোদিত বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইলে, তোমাকে আমি প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিয়া তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব।

যুবক পরিরোক ইহা শুনিয়া বিশেষ সুখী হইল; এবং যুবতীর ইচ্ছানুসারে তাহাকে অশ্বে আরোহণ করাইয়া স্বদেশ যাত্রা করিল। অশ্ব দ্রুতগতিতে নিবিড় বন মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিল। বহুদূর গমনের পর পরিরোক তাহার শিবির ও সৈন্য সামন্ত দেখিতে পাইল। ইহাতে সে বিশেষ সন্তোষ লাভ করিল এবং তজ্জন্য খোদাতায়ালাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিল; কিয়ৎক্ষণ তাহাদের সহিত এই দীর্ঘ ৭ বৎসরের সুখ দুঃখের আলাপ করিয়া সমস্ত সমভিব্যাহারে স্বদেশাভিমুখে গমন করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কিয়দ্দিবস পর যুবক স্বগৃহে যাইয়া উপস্থিত হইল। পরিরোক দীর্ঘকাল যাবত গৃহে প্রত্যাগমন না করায় তাহার পিতামাতা ঠিক করিয়াছিলেন যে নিশ্চয়ই পরিরোক কোন কারণে জীবন লীলা সংবরণ করিয়াছে। পুত্রের এইরূপ অমঙ্গল চিন্তা করিতে করিতে উহারা অন্ধের ন্যায় হইয়াছিল। পরিরোক হঠাৎ বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া পিতামাতার চরণ চুম্বন করিলে, পিতামাতা যেন, আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

বাদসা ফেরদাউছ্ ও তাহার সহধর্ম্মিনী স্বীয় পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া সুখ দুঃখের কাঁদা কাদিয়া ফেলিলেন। বাদসা পুত্র পরিরোককে জিজ্ঞাসা করিল, বাবা! পরিরোক এতদিন কোথায় ছিলে? তোমাকে হারাইয়া আমরা মৃতপ্রায় অবস্থায় কাল কাটাইয়াছি। যুবক হরিণ শিকার করিতে যাইয়া, যে প্রকারে শিবির হারাইয়াছিল এবং যে প্রকারে এই সাত বৎসর বনে বনে ভ্রমণ করিয়া কাল কাটাইয়াছে, পিতামাতার নিকট তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিল। আর মেহের নেগার যে প্রকারে বনবাসিনী হইয়াছিল এবং যে অবস্থায় থাকিয়া এই সাত বৎসর কর্ত্তন করিয়াছে, ও যে অবস্থায় তাহাকে পাওয়া গিয়াছে, তৎসমুদয়ও বর্ণনা করিল। যুবক মেহের নেগারের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে অভিলাষ করতঃ সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে তাহাও বলিতে ভুলিল না।

বাদসা মেহের নেগারকে দেখিয়া বলিলেন এই কন্যা কখনও মানুষী নয়; নিশ্চয়ই কোন পরি হইবে। বোধ করি তুমি এই পরির প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, স্বীয় সঙ্গীর সকলকে ত্যাগ করিয়া এই সাত বৎসরকাল বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছ। পরির সঙ্গে মানুষের বিবাহ কখনও হইতে পারে না। যদি উহার সহিত তোমার বিবাহ হয়, তবে হয়ত পরি তোমাকে লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিবে। আমিও চিরকালের জন্য পুত্রহারা হইব।

ইহা আমি কখনও সহ্য করিতে পারিব না। অতএব পরির সঙ্গে আমি কখনও তোমার বিবাহ দিব না।

আমি তোমার বিবাহের জন্য সুন্দরী কন্যা দেখিতে দেশদেশান্তরে লোক পাঠাইয়াছি। অল্প দিবসের মধ্যে পরমা-সুন্দরী কোন বাদসা কন্যার সহিত তোমার বিবাহ দিব। তুমি পরির সঙ্গে ভালবাসা জন্মাইয়া মন খারাপ করিও না। অদ্য হইতে বিবাহ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হও।

যুবক পরিরোক বলিল, পিতঃ আপনি অনর্থক চিন্তা করিতেছেন। মেহের নেগার কখনও পরি নয়। সে ইরাণাধিপতি বিখ্যাত সওদাগর খোরশেদ সাহার কন্যা। আমি তাহাকে বিবাহ করিব বলিয়া ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছি। এবং তজ্জন্য তাহাকে সঙ্গে করিয়া এখানে লইয়া আসিয়াছি। তাহার রূপ ও ভালবাসায় আমি সম্পূর্ণ মুগ্ধ হইয়াছি। অতএব আমি তাহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকে বিবাহ করিব না।

পরিরোকের মাতা বলিলেন, বাবা! পরিরোক, তুমি আমাদের অনভিপ্রেত এই প্রকার কার্য্য হইতে ক্ষান্ত হও। তুমি যে পরির মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, আমাদিগকে বিস্মরণ পূর্ব্বক এই দীর্ঘ সাত বৎসরকাল বনে বনে ভ্রমণ করতঃ কত কষ্ট পাইয়াছ, এখন আবার সেই পরিকেই বিবাহ করিতে চাও? ইহা আমাদের পক্ষে অতি দুঃখের বিষয়! পরির সহিত প্রণয়ের

পরিণাম ফল অতীব ভীষণ! কত লোক এইরূপ পরির প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, শেষে জীবন লীলা সংবরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই জন্যই আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতেছি যে তুমি পরির প্রেমে মুগ্ধ হইও না এবং পরিকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিয়া আমাদিগকে শোক সাগরে ভাসাইও না।

পরিরোক বলিল মাতঃ! আমি মেহের নেগারকে বিবাহ করিবার আশায় আশান্বিত হইয়া, স্বগৃহে লইয়া আসিয়াছি। এমতাবস্থায় যদি আমি তাহাকে বিবাহ করিতে না পারি, তবে আপনারা আমাকে এই দেশে আর দেখিতে পাইবেন না।

পুত্রের মুখে ঈদৃশ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, বেগম সাহেবা অস্থির হইয়া পড়িলেন; কতক্ষণ পর প্রকৃতিস্থ হইয়া বাদসার নিকট যাইয়া বলিলেন, পরিরোককে এই বিবাহ হইতে কিছুতেই নিরস্ত করা যাইবে না। তাহার কথা শুনিয়া আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিয়াছে। সে যদি এই পরিকে বিবাহ করিতে না পারে, তবে আত্মঘাতী হইবে, না হয় দেশান্তরে পলাইয়া যাইবে। ইহা শুনিয়া বাদসা বলিতে লাগিলেন, যে, পরিরোকের মতিগতি দেখিয়া আমি মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছি। এতদ্বিষয়ে কি করিব কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যদি পরির সহিত পরিরোককে বিবাহ দেওয়া হয়, তবে হয়ত বিবাহান্তে পরি, পরিরোককে লইয়া তাহার আবাস স্থানে প্রস্থান

করিবে। অপর পক্ষে যদি এই বিবাহে বাঁধা দেওয়া যায়, তবে হয়ত পরিরোক আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে চলিয়া যাইবে। যে উপায় অবলম্বন করি, তাহাতেই পরিরোককে হারাইতে হইবে দেখিতেছি। পরিরোক যে স্ত্রীলোকটী এখানে আনিয়াছে, "সে পরি নয়, একজন মানুষী," পরিরোক ইহা বলিতেছে। যাহা হউক পরিরোকের কথার উপর বিশ্বাস করিয়াই এ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করা যাউক ; পরে যাহার অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাহাই হইবে। খোদাতায়ালা, অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা খণ্ডাইতে পারে, এরূপ শক্তি কাহারও নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অনন্তর শুভ দিনে শুভলগ্নে মেহের নেগারের সহিত পরিরোকের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল! এই বিবাহ অতীব ধুমধামের সহিত নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন নরপতি দিগকে এই বিবাহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করা হইয়াছিল। নানা দেশ দেশান্তরের দীন, দরিদ্রদিগকে পরিতোষ সহকারে আহার করাইয়া বস্ত্র ও মুদ্রা দানে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল। প্রায় এক সপ্তাহকাল ব্যাপী সুলতান নগরী আমোদ কোলাহলে মুখরিত ছিল।

বিবাহকার্য্য সম্পাদিত হওয়ার পর, অতি সুখে চারি বৎসর অতীত হইয়া গেল। নব যুবক যুবতী এই সময় অতীব আনন্দে কর্ত্তন করিল। এই সময়ের মধ্যে মেহের নেগারের গর্ভে দুইটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পুত্রমুখ নিরীক্ষণে পরিরোক ও মেহের নেগার উভয়েই অতি উৎফুল্ল হইয়াছিল। পুত্রের জন্মোপলক্ষে উহারা প্রতিবারেই গরীব দুঃখী দিগকে প্রচুর ধন দান করিয়াছিল।

বাদসাহ ফের দাউচ ও বেগম পৌত্রমুখ নিরীক্ষণে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারাও পৌত্রের দীর্ঘ জীবন কামনায় দীনদরিদ্র দিগকে প্রচুর ধন দান করিয়াছিলেন। বাদসা বেগম সাহেবাকে বলিলেন দয়াময় খোদাতায়ালা দয়া করিয়া পরিরোককে দুইটী পুত্র সন্তান প্রদান করিয়াছেন ; কিন্তু ইহাদের সহিত মায়া মহব্বত করা বৃথা। কারণ ইহারা পরির গর্ভজাত ; কবে যে পরি ইহাদিগকে লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিবে তাহার স্থিরতা নাই। আহা! আমাদের এমন সুন্দর দুইটী পৌত্র জন্মিয়াছে, কিন্তু কখন যে, ইহারা আমাদের হৃদয়ে শেলাঘাত করিয়া চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া যায় তাহার স্থিরতা নাই। বাদসা ও বেগম সাহেব এইরূপ চিন্তায় কাল কাটাইতে লাগিলেন।

একদিন রাত্রিতে মেহের নেগার পর্য্যঙ্কোপরে স্বীয় পতি পার্শ্বে শয়ন করিয়া নিদ্রিত আছে, হঠাৎ স্বপ্ন যোগে

স্বীয় পিতা মাতাকে দেখিয়া, আকুল চিত্তে কাঁদিয়া উঠিল, পরিয়োক পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিল, প্রিয়ে তুমি কাঁদিতেছ কেন? তোমার মনে কি দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমার নিকট বল। তোমার এরূপ আকুলতা দর্শনে আমি মনে যে কত কষ্ট অনুভব করিতেছি তাহা বলিতে পারি না। মেহের নেগার বলিল, স্বামিন্! আজ বহুদিন অতীত হইল আমি পিতা মাতার চরণ দর্শনে বঞ্চিত আছি। তজ্জন্য আমার মনে যে কত দুঃখ ও কত কষ্ট অনুভব করি, তাহা বলিতে পারি না। অদ্য রাত্রিতে আমার পিতা মাতাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি। তাই, আমার মন এত অস্থির হইয়াছে। আমি মনে কোনরূপ শান্তি পাইতেছি না। এই যে দুগ্ধ ফেননিভ কোমল শয্যা, ইহাও আমার নিকট কণ্টকিত বলিয়া বোধ হইতেছে। স্বপ্ন দর্শনের পর হইতে নিদ্রাদেবী যেন, কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। পিতা মাতার চরণ দর্শন না করা পর্যান্ত আমার মনের অশান্তি কিছুতেই দূরীভূত হইবে না। অতএব আপনার শ্রীচরণ সমীপে আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, আপনি আমাকে সঙ্গে করিয়া ইরাণ দেশে চলুন। তথায় পিতা মাতার চরণ দর্শন করতঃ কতক দিবস অবস্থান করিয়া, পুনরায় এখানে চলিয়া আসিব।

পরিরোক স্বীয় পত্নীর এই কথা শুনিয়া বলিল, প্রিয়ে! এইজন্য তুমি এত অস্থির হইয়াছ কেন? এইজন্য ব্যাকুল হইবার কোনই কারণ নাই। তুমি তোমার পিতা মাতাকে দর্শন করিতে যাইবে, ইহা অতি সুখের বিষয়। তুমি ইহা এতদিন আমার নিকট বল নাই. কেন? বলিলে অবশ্য তোমাকে ইরাণ দেশে লইয়া যাইতাম। যাহা হউক তুমি মনে আর কোন কষ্ট করিও না; আমি শীঘ্রই তোমাকে লইয়া ইরাণ দেশ যাইব।

অনন্তর পরিরোক পিতার নিকট যাইয়া বলিল, পিতঃ! অনেকদিন অতীত হইল, মেহের নেগার স্বীয় পিতামাতাকে ছাড়িয়া আসিয়াছে; সুতরাং তজ্জন্য তাহার মন চিন্তিত ও দুঃখিত। গত রজনীতে স্বপ্নযোগে সে তাহার পিতামাতাকে দর্শন করিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। এখন সে তাহার পিতা মাতার দর্শন লাভ করিতে না পারিলে, কিছুতেই শান্ত হইবে না। এইজন্য আমি তাহাকে লইয়া ইরাণদেশে তাহার পিতা মাতার নিকট গমন করিতে ইচ্ছা করি; আপনি অনুমতি করিলে শীঘ্রই তথায় গমন করিব। ইরাণ গমনের পর তথায় কিছুদিন থাকিয়া পুনঃ মেহের নেগার সহ স্বগৃহে চলিয়া আসিব।

বাদসাহ পুত্রের মুখে ইহা শুনিয়া বলিলেন, বাবা পরিরোক! তুমি যাহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সাত বৎসর জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্রমণে

অশেষ কষ্ট পাইয়াছ, তাহাকে বিবাহ করিতে আমরা সকলেই নিষেধ করিয়াছিলাম্। কিন্তু তুমি আমাদের আদেশ অবহেলা করিয়াই সেই পরি মেহের নেগারকে বিবাহ করিয়াছ। এখন তুমি তাহার সহিত ইরাণদেশে যাইতে ইচ্ছা করিতেছ; কিন্তু আমরা পরির সহিত তোমাকে দেশান্তরে যাইতে দিব না। আমাদের মনে নানা প্রকার অমঙ্গল আশঙ্কা হইতেছে। হয়ত পরি, নানা প্রকার ছলনা পূর্ব্বক আমাদের নিকট হইতে তোমাকে লইয়া চিরদিনের জন্য স্বস্থানে প্রস্থান করিবে। তখন আমরা তোমাকে চিরদিনের জন্য হারাইয়া দুঃখ সাগরে ভাসিতে থাকিব। অতএব আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতেছি, তুমি আমাদের উপদেশ গ্রহণ করতঃ ইরাণ গমন হইতে ক্ষান্ত হও। আমার আদেশ না মানিয়া ইরাণ গমন করিলে, নিশ্চয় তুমি ভীষণ বিপদগ্রস্ত হইবে।

যদি মেহের নেগার প্রকৃতপক্ষেই তাহার পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অস্থির হইয়া থাকে, তবে তুমি তাহার সঙ্গে না যাইয়া, আমার উজির খসরু জঙ্গকে সঙ্গে দিয়া, তাহাকে ইরাণ দেশে তাহার পিতামাতার নিকট পাঠাইয়া দাও। খসরু জঙ্গ আমার অত্যন্ত প্রিয়, বিশ্বাসী উজির। সে অতি অল্প দিনের মধ্যে মেহের নেগারকে ইরাণ পৌঁছাইয়া দিতে সক্ষম হইবে।

নবম পরিচ্ছেদ।

পিতা এইরূপ আদেশ করিলে, পরিরোক স্বীয় পত্নী মেহের নেগারের নিকট যাইয়া বলিল, প্রিয়ে! কোন অনিবার্য্য কারণ বশতঃ আমি পিতার আদেশ উপেক্ষা করিয়া, তোমার সহিত ইরাণ দেশে যাইতে পারিলাম না। পিতার অতি প্রিয় পাত্র, এবং বিশ্বাসী উজির খসরু জঙ্গকে তোমার সঙ্গে দিয়া তোমাকে ইরাণ প্রেরণ করিব। সে অতি অল্প সময়ে এবং নিরাপদে তোমাকে ইরাণ পৌঁছাইয়া দিতে সক্ষম হইবে। তুমি তথায় পৌঁছিয়া, আমার নিকট পত্র লিখিবে, আমি, ইরাণ তোমার নিকট উপস্থিত হইব, এবং তোমার পিত্রালয়ে উভয়ে কিয়দ্দিবস সুখে অবস্থান করিয়া পুনঃ স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিব।

পরিরোক প্রধান উজির খসরু জঙ্গকে সঙ্গে দিয়া স্বীয় পত্নী মেহের নেগারকে, তাহার পিত্রালয়ে প্রেরণ করিল। প্রেরণ করিবার সময় তাহাকে অনেক উপদেশ প্রদান করিল, এবং সঙ্গে বহু সৈন্য সামন্ত, অশ্ব, উষ্ট্র, চাকর, চাকরাণী ও ধন রত্ন দিল। মেহের নেগার শুভ দিনে স্বীয় পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া, খসরু জঙ্গের সহিত পিত্রালয়ে যাত্রা করিল। যাত্রা করিবার সময়, মেহের নেগার, শ্বশুর, শাশুরী প্রভৃতি

পূজনীয় ব্যক্তিগণকে ভক্তিপূর্ণ ছালাম আদাব করতঃ স্বীয় পতি পরিরোককে গভীর ভালবাসা জানাইয়া, তাহার পদচুম্বন করিল, এবং পরিরোককে ইরাণ যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিল।

প্রধান উজির খসরু জঙ্গের ইঙ্গিতে সৈন্যগণ অত্যন্ত আনন্দে, আমোদ প্রমোদ করিতে করিতে মহা সমারোহে, ইরাণাভিমুখে যাইতে লাগিল। সমস্ত দিন পথ চলার পর যেখানে দিবা অবসান হয়, খসরু জঙ্গের আদেশে সৈন্যগণ সেখানেই শিবির সন্নিবেশ করতঃ রাত্রি যাপন করে। পরদিন অতি প্রত্যূষে পুনবায় চলিতে থাকে। এইরূপে দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিন অতিবাহিত করিয়া তাহারা ইরাণাভিমুখে যাইতে লাগিল।

একদিন রাত্রিতে মেহের নেগার স্বীয় শিবিরে একাকিনী বসিয়া কোরাণ শরিফ পাঠ করিতেছে, অন্যান্য শিবিরে কাহারও সারা শব্দ নাই, সকলেই নিদ্রিত,—এমন সময় প্রধান উজির খসরু জঙ্গ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, শুনিয়াছি, মেহের নেগার নাকি অতি সুন্দরী; পরি কিংবা স্বর্গীয় অপ্সরা নাকি দর্শন করিলে লজ্জায় মাথা হেট করিয়া যায়। এতাদৃশী অনুপমা সুন্দরীর নাম শুনিয়াছি সত্য, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাকে স্বচক্ষে দেখি নাই। তাহাকে আর জীবনে দেখিতে পাইব

কিনা সন্দেহ। আজ এখনই সেই মনোমুগ্ধকারিণী রূপ দর্শন করিবার মহাসুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তবে এখনই তাহার শিবিরে যাইয়া তাহাকে দেখিয়া লইনা কেন? অনন্তর উজির খসরু জঙ্গ নিঃশব্দে ও ধীরে ধীরে মেহের নেগারের শিবিরের মধ্যে উপস্থিত হইল। এবং দেখিতে পাইল, এক পরমা রূপবতী, উজ্জ্বল কান্তি বিশিষ্টা যুবতী, স্বীয় রূপ লাবণ্যে, প্রজ্বলিত প্রদীপ শিখাকে নিষ্প্রভ করিয়া একমনে কোরাণ শরিফ পাঠে নিমগ্না আছে। তাহার যৌবনের বন্যা সমস্ত শরীর দিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে।

খসরু জঙ্গ রূপের মোহে আর স্থির থাকিতে পারিল না। মদ্যপায়ী ব্যক্তির ন্যায় রূপ-মদ-পানে, প্রমত্ত হইয়া উঠিল। অধিকন্তু কাম রিপু অত্যন্ত প্রবল হইয়া উজির সাহেবকে একেবারে হতজ্ঞান করিয়া ফেলিল। উজির সাহেব যুবতীর নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল। যুবতী হঠাৎ উজীর সাহেবকে তাহার নিকটে উপস্থিত দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। যুবতী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া খসরু জঙ্গকে বলিল, আপনি এত রাত্রিতে আমার শিবিরে আসিয়াছেন কেন? এখানে আপনার কি আবশ্যকতা আছে? উজীর বলিল, রমণি! আমি আপনার অনুপম রূপ লাবণ্যের কথা লোকমুখে শুনিয়াছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আপনাকে দেখিবার সুযোগ

ঘটে নাই। তাই আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি। আপনাকে দেখিয়া আপনার সৌন্দর্য্যে আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। এখন আমি আপনার প্রেমের ভিখারী। আমাকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করতঃ আমার মন প্রাণ শীতল করুন।

সাধ্বী মেহের নেগার উজিরের এই প্রকার কুৎসিত অভিপ্রায় সূচক উক্তি শ্রবণ করিয়া বলিল, উজীর সাহেব আপনি পাপীষ্ঠের ন্যায় পুনঃ এইরূপ পাপ উক্তি আর করিবেন না। আপনি একবার সেই শেষ দিনের কথা স্মরণ করুন। আমার শ্বশুর মহাশয় আপনাকে বিশ্বাস করতঃ আমাকে পিত্রালয়ে পৌঁছুছাইয়া দিবার জন্য আপনার হস্তে অর্পণ করতঃ আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন। এই কি আপনার সেই বিশ্বাসের কাজ! এখন দেখিতেছি আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ঘাতক! আপনি শেষ দিবস খোদাতায়ালার নিকট কেমন করিয়া জবাবদিহি করিবেন? এবং কেমন করিয়া খোদাতায়ালাকে মুখ দেখাইবেন? আপনার কি ধর্ম্মজ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে? আপনি শয়তানের মোহে মুগ্ধ হইয়া পাপপঙ্কে লিপ্ত হইবার উপক্রম করিতেছেন কেন? শীঘ্র এই পাপ মতি ত্যাগ করুন এবং খোদাতায়ালার নিকট শত শতবার ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নচেৎ আপনার নিস্তার নাই!

পাপমতি খসরু জঙ্গ বলিল যুবতি! আপনার রূপ যৌবনের

তীক্ষবাণ আমার হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে বিদ্ধ করিয়াছে। সুতরাং এখন ইহা হইতে বিরত হইবার শক্তি একেবারে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। কাজেই আপনার কথায় আমি একার্য্য হইতে কোন মতেই ক্ষান্ত হইতে পারিব না। আমি পুনঃ পুনঃ আপনাকে বলিতেছি আমাকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিয়া আমার মনোবাসনা পূর্ণ করুন। আপনি শত সহস্র প্রতিবন্ধকতা জন্মাইলেও আমাকে এ কার্য্য হইতে নিরস্ত করিতে পারিবেন না। আপনি স্বেচ্ছায় এ কার্য্যে রত না হইলে আমি বলপূর্ব্বক আমার বাসনা চরিতার্থ করিব।

যুবতী বলিল, আমার বোধ হইতেছে, আপনি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। নিশ্চয়ই দুর্ম্মতিপরায়ণ শয়তান স্কন্ধে আরোহণ করিয়াছে। নচেৎ কখনই আপনি এই পাপ কথা বলিতে সাহসী হইতেন না। আপনি যে উপায়ই অবলম্বন করেন না কেন, কিছুতেই আমাকে বাধ্য করিতে সক্ষম হইবেন না।

সম্মুখেই মেহের নেগারের পুত্রদ্বয় নিদ্রিত ছিল। পাপাত্মা খসরু জঙ্গ কটিবদ্ধ খাপ হইতে তরবারী বাহির করিয়া সরোষে বলিল, মেহের নেগার! যদি আমার কথায় বাধ্য না হও, তবে এখনই এই তরবারীর আঘাতে তোমার পুত্র দুইটির দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া তোমার হস্তে অর্পণ করিব। মেহের নেগার

বলিল, ধন, জন, জীবন, মান সম্মান সমস্তই আমি খোদা-তায়ালার নিকট অর্পণ করিয়াছি। স্বীয় সতীত্ব রক্ষার জন্য এইরূপ শত শত পুত্র খোদাতায়ালার নামে কোরবানি হউক তজ্জন্য আমি বিন্দুমাত্রও ভীত দুঃখিত বা কুণ্ঠিত নই। খোদাতায়ালা দয়া করিয়া আমাকে এহেন পুত্ররত্ন প্রদান করিয়াছেন; তাঁহার অনুগ্রহ থাকিলে বাঁচিবে; কেহই মারিতে পারিবে না। সুতরাং তজ্জন্য আমি ভীত নহি। পুত্রের জীবনের বিনিময়ে আমি কুকার্য্যে রত হইব না।

ইহা শুনিয়া দুরাচার পাপীষ্ঠ খসরু জঙ্গ হস্তস্থিত তরবারী দ্বারা একটি পুত্রকে কাটিয়া দুই খণ্ড করিয়া ফেলিল। কিন্তু যুবতীর মন তাহাতেও একটু টলিল না দেখিয়া দুরাচার অপর পুত্রটিকে টানিয়া শিবিরের বাহিরে আনিয়া বলিল, যুবতি! এখনও আমার বাসনা চরিতার্থ করিয়া স্বীয় পুত্রটির জীবন রক্ষা কর।

সাধ্বী মেহের নেগার বলিল, নরাধম! দুরাচার! শয়তান! তোর যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। পুত্রের জীবনের জন্য কখনও সতীত্ব হারাইব না; মহারত্ন ইমান ধনকে বিনষ্ট করিব না। পুত্রকে কাটিয়া শত শত খণ্ড করিলেও আমার মন বিচলিত হইবে না। পাপীষ্ঠ খসরু জঙ্গ অতঃপর পুত্রটিকে কাটিয়া শত শত খণ্ড করিয়া ফেলিল।

অনন্তর পাপাত্মা উজীর বলিল, মেহের নেগার! একে একে তোমার দুইটি পুত্রকেই কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়াছি। যদি এখনও আমার বাসনা পূর্ণ করিতে বাধ্য না হও, তবে আমি বলপূর্ব্বক তোমার সতীত্ব নষ্ট করিয়া আমার বাসনা চরিতার্থ করিব এবং তৎপর তোমাকেও এইরূপে শত খণ্ডে বিভক্ত করিব।

সতী মেহের নেগার উজিরের মুখে এই প্রকার কথা শুনিয়া বলিল, হে খোদাতায়ালা! মুন্‌সীজির চক্রান্তে পড়িয়া সাত বৎসর কাল নিবিড় ও বিজন অরণ্য মধ্যে নানাপ্রকার দুঃসহনীয় ক্লেশ ভোগ করিয়াছি। কেবল তোমার অসীম করুণাবলে জীবিত আছি, এবং তোমারই অসীম করুণাবলে প্রাণপ্রতিম পরিরোকের হস্তে দেহ, মন প্রাণ অর্পণ করিতে সক্ষম হইয়াছি। মনে করিয়াছিলাম এখানেই আমার দুঃখের অবসান হইল। কিন্তু দেখিতে পাইতেছি যে, দুঃখ আমাকে কিছুতেই ছাড়িতেছে না; আমার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। হে করুণাময়! হে বিপদ তারণ! তুমি আমাকে এই বিপদে রক্ষা কর। এই পাপমতির পাপ হস্ত হইতে, আমার সতীত্বকে রক্ষা কর। প্রভো! আমার জীবন যায় যাক্, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু আমার সতীত্ব যেন পাপাত্মার পাপ হস্ত হইতে রক্ষা পায়। দয়াময়; আমি, ধন চাহি না, জন চাহি না, জীবন, যৌবন

চাহি না এবং প্রাণতুল্য পুত্র কন্যা চাহি না। সব বিনিময়ে চাহি কেবল "সতীত্ব রক্ষা" !

অনন্তর মনে ২ চিন্তা করিতে লাগিল,—দুরাচার খস্রু জঙ্গ আমার সতীত্ব নষ্ট করিবার জন্য, প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং তাহাকে কিছুতেই নিরস্ত করা যাইবে না। পাপাত্মা মুন্সীকে যেপ্রকারে ছলনা করিয়া তাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম, তদ্রূপ এই পাপীষ্ঠ উজিরকেও ছলনা করিয়া, কৌশলে এই উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে হইবে। নচেৎ আর অন্য উপায় নাই। দুরাচার হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া, যেরূপ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাহাতে তাহার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া বড়ই কঠিন। দেখা যাউক সতীত্বকে কে নষ্ট করিতে পারে।

অতঃপর সতী মেহের নেগার উজির খস্রু জঙ্গকে বলিল, উজির! আপনি বৃথা আমার পুত্র দুইটীকে বধ করিলেন, আমার মনোভাব বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া, এইপ্রকার নিষ্ঠুর কাজ করিতে পারিয়াছেন। আপনি আমার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছেন, তাহা প্রথমেই বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু শুধু আপনার মন পরীক্ষার জন্য আপনাকে কটূক্তি বলিয়াছি। আপনি এ কথা অবগত আছেন যে, আমার স্বামী বাদসাজাদা। তিনি বাদসার পোষাক পরিধান করিয়া, আমার সহিত সঙ্গম

করিয়া থাকেন। তদ্রূপ বাদসাই পোষাক না দেখিলে আমার মন মুগ্ধ হইবে কেন? অতএব আপনি যদি আমার স্বামীর ন্যায় বাদসাই পোষাক পরিধান করিয়া, আমার নিকট আসিতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই আমি আপনার বাসনা চরিতার্থ করিব। যুবতীর মুখে এইপ্রকার বাক্য শুনিয়া উজির পরম আনন্দিত হইল; এবং বাদসাই পোষাক পরিধানের নিমিত্ত স্বীয় শিবিরে গমন করিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

পাপীষ্ঠ কামাতুর উজির বাদসাই পোষাক আনয়নার্থ স্বীয় শিবিরে গমন করিলে, মেহের নেগার ইত্যবসরে, শিবির হইতে প্রস্থান করিল। গভীর অন্ধকারময় রাত্রি, রাত্রিও অধিক হইয়াছে; সকলেই নিদ্রায় অচেতন; কাহারও সাড়াশব্দ নাই। মধ্যে ২ অদূরে শৃগালের ডাক শুনা যাইতেছে। মেহের নেগার এই ভয়াবহ সময়ে একাকিনী বহির্গত হইয়া মনে ২ চিন্তা করিতে লাগিল, হে খোদাতায়ালা! আমি অতি ক্ষুদ্র মতি ও অবলাবালা। প্রচুর ধনশালী সওদাগর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্বীয় কর্ম্মফলে, সাত বৎসর হিংস্রজন্তু সমাকুল বিজন বনে অবস্থান করতঃ অসীম দুঃখ উপভোগ করিয়াছি।

তোমারই অসীম দয়াবলে, তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ পূর্ব্বক বাদসার বেগম হইয়া, অসীম সুখভোগ করিতেছিলাম। কিন্তু প্রভো! জানি না, কোন্ দুষ্কৃতির ফলে, তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া পুনঃ দুঃখের সাগরে ভাসমান হইয়াছি।

করুণাময়! এই ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে বিজন ও বিশাল প্রান্তর মধ্যে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছি। মনে নানা-প্রকার ভীতির সঞ্চার হইতেছে। প্রভো! হিংস্রজন্তু বা দস্যুকর্ত্তৃক জীবন নষ্ট হইবে, তজ্জন্য বিন্দুমাত্রও ভয় করি না। কারণ নিশ্চয়ই একদিন মরিতে হইবে। পাপাত্মা খস্রুজঙ্গ পশ্চাদনুসরণ করতঃ আমাকে ধরিয়া পুনঃ আমার সতীত্ব নষ্ট করিতে উদ্যত হয়, ইহাই আমার একমাত্র ভীতির বিষয়। প্রভো! তুমি ব্যতীত এই বিপদ হইতে আর কে রক্ষা করিবে? আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের বিনিময়েও সতীত্বকে রক্ষা করিতে কুণ্ঠিতা নই।

এদিকে পাপাত্মা, কামাতুর খস্রুজঙ্গ বাদসাই পোষাক পরিধান করতঃ, স্বীয় অসৎ বৃত্তির চরিতার্থ উৎফুল্লান্তঃকরণে মেহের নেগারের শিবিরে যাইয়া উপস্থিত হইল। শিবিরে প্রবিস্ট হইয়া মেহের নেগারকে দেখিতে না পাইয়া, বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িল এবং তন্ন তন্ন করিয়া শিবিরের চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু কোথাও তাহার অনুসন্ধান

না পাইয়া আরও অস্থির হইয়া পড়িল, এবং মনে ২ বলিতে লাগিল, হায়! আমি বাদসার প্রধান উজির হইয়া, একটী স্ত্রীলোকের চাতুরী বুঝিতে পারিলাম না! সে আমাকে অনায়াসে ফাঁকি দিতে সক্ষম হইল! হায়! আমি নিজের দোষে নিজে ঠকিলাম। যদি জানিতাম যে, সে আমাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইবার জন্য বাদসাই পোষাক আনিতে আমাকে বলিতেছে, তবে কি আমি তাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পোষাক আনিতে গমন করি! ইহাও আমার মূর্খতা। কেন না যে স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করিতে আমি উদ্যত হওয়াতে, স্ত্রীলোকটী স্বীয় পুত্রদ্বয়ের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াও সতীত্ব রক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, সে যে, আমাকে ফাঁকি দিয়া সতীত্ব রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে, আমি অতি মূর্খ বলিয়া তাহা বুঝিতে পারি নাই। ইহা আমার অতি ভ্রম হইয়াছে। কি ভ্রম! কি ভ্রম!

অনন্তর পাপাত্মা নিজ হস্তে মেহের নেগারের হত পুত্র দুইটীকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া, অন্যান্য শিবিরস্থিত সকলকে ডাকিয়া বলিল ভাই সকল তোমরা নিদ্রিত ছিলে; কিন্তু এদিকে যে ভীষণ ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহা কিছুই অবগত নও।—মেহের নেগার পরিজাতীয় স্ত্রী। সে সুযোগ পাইয়া, তাহার পুত্র দুইটীকে গ্রহণ করতঃ উড়িয়া কোথায় চলিয়া

গিয়াছে। আমি জাগরিত ছিলাম; তাহাকে কত নিষেধ করিলাম। কিন্তু সে আমার নিষেধ সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করিয়া চলিয়া গেল।

বাদসা ফেরদাউছ, আমাকে বলিয়াছিলেন যে, মেহের নেগার মানবী নহে; সে পরি। অতি সাবধানে, তাহাকে লইয়া যাইবে, যেন উড়িয়া চলিয়া না যায়। কিন্তু আমি বিশেষ সতর্ক থাকিয়াও তাহাকে রাখিতে পারিলাম না। এখন এ বিষয়ে কি করিব স্থির করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক চল এখন এই রাত্রিতেই আমরা স্বদেশ যাত্রা করি।

উজিরের মুখে এবম্ভূত কথা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল; এবং স্বদেশাভিমুখে গমন করিল। কিয়দ্দিবসান্তে উজির খস্রুজঙ্গ, সৈন্যসামন্ত সহ স্বদেশে উপস্থিত হইয়া বাদসাকে বলিল,—বাদসা নামদার! আপনার আদেশ শিরোধার্য্য পূর্ব্বক বিবি মেহের নেগারকে লইয়া ইরাণাভিমুখে যাইতেছিলাম। একদিবস রাত্রিতে কোন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে আমরা শিবির সন্নিবেশ করতঃ রাত্রি যাপন করিতেছিলাম। যখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, সকলেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, তখন আমি মাত্র জাগরিত ছিলাম। এই সময় মেহের নেগার, সকলকে নিদ্রিত মনে করিয়া, তাহার পুত্র দুইটীকে লইয়া উড়িয়া চলিয়া গেল। আমি কত নিষেধ করিলাম কিছুতেই

আমার কথা গ্রাহ্য করিল না। অতএব আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। বাদসা ফেরদাউছ উজিরের মুখে এইপ্রকার ভীষণ কথা শ্রবণ করিয়া, স্বীয় পুত্র পরিরোককে ডাকিয়া বলিল, বাবা পরিরোক! দেখ আমার অনুমান এবং কথা সত্য হইয়াছে কি না? আমি তোমাকে পুনঃ ২ বলিয়াছি যে মেহের নেগার মানবী নহে, সে পরি। এইজন্যই তাহার সহিত যাইতে পুনঃ ২ নিষেধ করিয়াছি। যদি তুমি তাহার সঙ্গে যাইতে তবে, সে তোমাকে নিশ্চয়ই লইয়া চলিয়া যাইত।

পরিরোক পিতার নিকট এইপ্রকার কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইল; মেহের নেগার যে পরি এবং পুত্র লইয়া উড়িয়া পলাইয়াছে এই কথা সে কোনরূপেই বিশ্বাস করিল না। পরিরোক মনে ২ চিন্তা করিতে লাগিল, হায়! মেহের নেগার কোথায় চলিয়া গেল, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না। যে আমাকে নিজের প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভালবাসে, আমার প্রতি যাহার অকৃত্রিম ভক্তি সে কি আমাকে হঠাৎ এরূপ ভাবে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে? বুঝিবা ইহাতে কোন গূঢ় রহস্য আছে। বোধ করি উজির খসরুজঙ্গ কোন দুষ্ট বুদ্ধি মনে পোষণ করতঃ মেহের নেগারকে বশীভূত করিবার জন্য কোন গুপ্তস্থানে রাখিয়া, আমার পিতার নিকট এই মিথ্যা সংবাদ দিয়াছে। তাহা হইলে হয়ত পিতা উজিরের কথায় বিশ্বাস স্থাপন

করতঃ মেহের নেগারের আশা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিবেন। তখন পাপীষ্ঠ ইচ্ছামত মেহের নেগারের প্রতি পাশব ব্যবহার করিয়া, স্বীয় বাসনা চরিতার্থ করিবে। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, এই ঘটনার মূলে একমাত্র উজিরের দুরভিসন্ধি বর্ত্তমান।

হায়! ঐ পাপীষ্ঠের চক্রান্তে বোধ হয় চিরদিনের জন্য প্রিয়াকে হারাইলাম। প্রাণাধিকে! তুমি কোন্ প্রাণে আমাকে ছাড়িয়া, স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছ? প্রিয়ে! তুমি ভক্তিমাখা প্রেমালিঙ্গনে, সুধামাখা প্রীতি সম্ভাষণে যাহার মন, প্রাণ হরণ করিয়াছ; তুমি স্বীয় মন, প্রাণ, জীবন যৌবন, যাহাকে অর্পণ করিয়াছ, কেমন করিয়া হঠাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে? কেমন করিয়াই বা তাহাকে ভুলিয়া রহিয়াছ? হায় প্রিয়ে! এ জীবনে কি আর তোমাকে পাইব না?

প্রাণপ্রতিম প্রিয় পত্নীর বিচ্ছেদে পরিরোক ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। কেমন করিয়া তাহার সন্ধান পাইবে এবং কেমন করিয়া, তাহাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইবে, এই চিন্তাতেই সে মগ্ন হইল। উহাই তাহার ধ্যান, উহাই তাহার জ্ঞান এবং উহাই তাহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল। শেষে সে মহা ব্যাকুল হইয়া মনে ২ একমাত্র স্থির করিল যে, আমি আর গৃহে থাকিব না। প্রিয়ার অন্বেষণে এখনই গৃহ হইতে বহির্গত হইব। তাহাকে না পাইলে আর গৃহে ফিরিয়া আসিব না; আজীবন তাহার সন্ধানে কাটাইব। অতঃপর পরিরোক মেহের নেগারের অন্বেষণে ইরাণাভিমুখে রওনা হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে বিশাল প্রান্তর মধ্যে উপস্থিত হইয়া সতী মেহের নেগার চিন্তায় আকুল হইয়া পড়িল। এই ভীষণ রজনীতে কেমন করিয়া বিশাল প্রান্তর অতিক্রম করিবে এবং কেমন করিয়া ইরাণ দেশে স্বীয় পিত্রালয়ে উপনীত হইবে, যুবতী সেই চিন্তায়, বিহ্বলা হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ ক্রন্দনের পর মন হইতে সমস্ত চিন্তা, সমস্ত দুঃখ দূরীভূত করিয়া একমাত্র খোদাতায়ালার উপর মনপ্রাণ অর্পণ করতঃ নগরাভিমুখে যাইতে লাগিল। প্রান্তর মধ্যেই রজনীর অবসান হইল। সে সমস্ত দিবস পদব্রজে হাটিয়া, সন্ধ্যা সমাগমে একনগর সন্নিধানে উপনীত হইল। কিন্তু সম্মুখেই অন্ধকারময় রজনী উপস্থিতা দেখিয়া এবং রাত্রিতে কোথায় থাকিয়া রাত্রি যাপন করিবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া বড়ই উদ্বিগ্না হইয়া উঠিল। এমন সময় জনৈক মেষপালকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। মেষপালক, সমস্ত দিবস চারণ ভূমিতে মেষ চড়াইয়া দিবাবসানে, গৃহাভিমুখে গমন করিতেছে। মেহের নেগার তাহাকে বলিল ওহে মেষপালক! আমি, অবলা নারী; এই প্রান্তর মধ্যে

আশ্রয় হীনা হইয়া বড়ই বিপদ গ্রস্তা হইয়াছি। একেত বিজন প্রান্তর; তন্মধ্যে ভীষণ অন্ধকারময় রাত্রি উপস্থিত। তদুপরি কোথাও থাকিবার বা আশ্রয় গ্রহণ করিবার স্থান নাই। সুতরাং আমি কি বিপদে পড়িয়াছি, তাহা আপনি সহজেই বুঝিতে পারেন। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক, এই রাত্রিতে আমাকে আপনার গৃহে একটু স্থান দিলে, আমি চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিব। মেষপালক ইহা শুনিয়া বলিল, রমণি! আমি অতি দরিদ্র লোক। আমার জীর্ণ ও পর্ণ কুটীরে আপনি সমুচিত সম্মান পাইবেন না। যদি কষ্ট সহ্য করিয়া থাকিতে পারেন, তবে আমার গৃহে চলুন।

এতচ্ছ্রবণে মেহের নেগার সাতিশয় আহ্লাদিতা হইয়া মেষপালকের গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইল। দয়ার্দ্রচিত্ত মেষপালক, অতীব যত্ন সহকারে তাহাকে প্রচুর আহার করাইয়া, এক স্বতন্ত্র গৃহে, সুকোমল শয্যায় তাহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিল। মেহের নেগার পরম সুখে সমস্ত রাত্রি যাপন করিয়া, প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মেষপালককে বলিল, মহাশয়; আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমি তাহার বিনিময়ে, আপনাকে কিছুই দিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার গাত্রস্থিত এই সামান্য অলঙ্কার আপনাকে সৌজন্যের উপহার স্বরূপ

প্রদান করিতেছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করুন। এই বলিয়া সে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

মেষপালক যুবতীর প্রদত্ত বহু মূল্যবান অলঙ্কার পাইয়া পরম আনন্দিত হইল এবং স্বীয় পত্নীকে তাহা দেখাইয়া বলিল এই অলঙ্কার যে স্ত্রীলোকটী আমাকে প্রদান করিয়া গেল, সে কেমন দয়াবতী! মাত্র এক রাত্রি আমার গৃহে অবস্থান করিয়া, তাহার ভাড়া স্বরূপ এত মূল্যবান অলঙ্কার প্রদান করিয়াছে। অহো! কি দয়াবতী! কি ভাগ্যবতী! যিনি এই যুবতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার বড়ই সৌভাগ্য! তাঁহার মনে কতই সুখ এবং কতই আনন্দ! আমি হতভাগা বলিয়া, এমন কদাকার ও দুর্নীতিপরায়ণ স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া জীবনে এত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। ধিক্ আমার জীবনের!

মেষ পালকের স্ত্রী তাহার স্বামীর মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধ সহকারে বলিল,—আমি কুৎসিত, তবে আমাকে রাখিয়াছ কেন? যাহার এত প্রশংসা করিতেছ, তাহাকে রাখিলেইত ভাল হয়। সেই সুন্দরীকে আনিয়া গৃহস্থালী কর। আমি আর তোমার ঘরকন্না করিতে পারিব না। মেষ পালক স্ত্রীর এই প্রকার উদ্ধত ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে প্রহার করতঃ বলিল, দূর হ হতভাগী, তোকে আর চাই না; আমি এই মুহূর্ত্তেই সেই সুন্দরী

যুবতীকে লইয়া আসিব। তাহাকে আনিয়া পরম সুখে ঘর সংসার করিব। এই বলিয়া মেষ পালক সেই রমণীর অন্বেষণে চলিল।

এদিকে মেহের নেগার সমস্ত দিবস পদব্রজে হাটিয়া— সন্ধ্যাকালে এক নদীর তীরে যাইয়া উপস্থিত হইল। নদীর অপর তীরে যাইবার কোনপ্রকার নৌকা না দেখিয়া, সে অতি ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কি প্রকারে নদী পার হইবে, তজ্জন্য মেহের নেগার অতি উদ্বিগ্ন মনে নদীর ধার দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া সম্মুখেই খেয়া ঘাট দেখিতে পাইল। কিন্তু খেয়া নৌকা নদীর অপর পারে লাগান রহিয়াছে। যুবতী পাটুনীকে ডাকিয়া বলিল, "ওহে পাটুনি! আমাকে পার কর।" তদুত্তরে পাটুনী বলিল, রাত্রিতে আমি কাহাকেও পার করি না। সতী পুনঃ তাহাকে অতি অনুনয় বিনয় সহকারে বলিল, ওহে পাটুনি! ওপারে আমার বিশেষ দরকারী কাজ আছে; পার হইতে না পারিলে বিশেষ ক্ষতি হইবে; তুমি আমাকে দয়া করিয়া পার করিয়া দিলে তোমাকে আমি, আশাতীত পুরস্কার প্রদান করিব। পাটুনী পুরস্কারের লোভে মেহের নেগারকে পার করিল। মেহের নেগার অপর পারে উত্তীর্ণ হইয়া, পাটুনীকে কথিত পুরস্কার বাবদ একখানা বহু মুল্যবান শাল প্রদান করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল।

পাটুনী পুরস্কার বাবদ বহুমূল্যবান শাল পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত মনে গৃহে গমন করিল। এবং গৃহে যাইয়া, তাহার স্ত্রীকে, পুরস্কার প্রাপ্ত মূল্যবান শালখানা দেখাইয়া বলিল, আমি অদ্য রাত্রিতে একটী লোককে পার করিয়া, পুরস্কার বাবদ এই শালখানা প্রাপ্ত হইয়াছি।

আহা! কি সুন্দরী রমণী! যেন সৌন্দর্য্যের বন্যা আসিয়া, যুবতীর শরীরকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে! তাহার রূপের কথা কি বলিব! আমি জীবনে এমন স্ত্রীলোক কখনও দেখি নাই। যুবতী যেমনই সুন্দরী, তেমনই রূপবতী। যে, ঐ রমণীর পাণি গ্রহণ করিয়াছে, সে ধন্য। তাহার মনে দুঃখের লেশ মাত্র নাই। তাহার প্রাণে কত সুখ এবং কতই আনন্দ! মনে হয় রমণীকে লইয়া ঘর সংসার করিলে, মনে কোন অশান্তি থাকিবে না।

পাটুনীর মুখে যুবতীর এতাদৃশ সৌন্দর্য্যের বর্ণনা শুনিয়া, তাহার স্ত্রী তাহাকে বলিল, এমন সুন্দরী যুবতীকে ছাড়িয়া আসিলে কেন? তাহাকে বাড়ী আনিয়া ঘর সংসার করিলেই হইত। আমাকে দেখিয়া, এবং আমার সাহচর্য্যে যদি তোমার মনের সন্তোষ সাধন না হয়, তবে, যাও, সেই নারীকে লইয়া আসিয়া সুখে ও মনের আনন্দে ঘর সংসার কর। পাটুনী স্ত্রীর মুখে এই প্রকার ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া, একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল তবে

আমি যাই, সেই সুন্দরী যুবতীকে লইয়া আসি। এই বলিয়া পাটুনী মেহের নেগারের অন্বেষণে গমন করিল।

এদিকে সতী মেহের নেগার কতিপয় দিবস পদব্রজে হাটিয়া, এক দিন রাত্রিতে ইরাণ সহরের সন্নিধানে উপস্থিত হইল। এবং মনে ২ চিন্তা করিতে লাগিল এ নারীবেশে সহরে যাইব না; দেখি খোদাতায়ালা কি করেন। অতঃপর যুবতী নারী বেশ পরিত্যাগ করতঃ পুরুষ বেশ ধারণ করিয়া, ইরাণ সহরে উপস্থিত হইল।

সওদাগর খোর সেদ শাহ, ইরাণ সহরে, নিরাশ্রয় ও বিদেশাগত পথিক দিগের নিমিত্ত অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন। সেই আশ্রমে বিদেশী পথিক, মোছাফের ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণ, বিনা পয়সায় আহার ও থাকিবার স্থান পাইত। আশ্রমের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন কার্য্যাধ্যক্ষ দারোগা নিয়োজিত ছিল।

মেহের নেগার, পুরুষ বেশ ধারণ করিয়া পিতার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে উপস্থিত হইল। এবং দারোগা সাহেবকে বলিল, মহাশয় আমি একজন নিরাশ্রয় লোক; আমার পিতামাতা কেহই নাই। আমি সামান্য কিছু লেখাপড়া জানি। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে এই আশ্রমের কোন কাজ প্রদান করিলে, আমি কৃতার্থ হইব। আপনি আপনার ইচ্ছামত একটা বেতন ঠিক করিয়া

দিলে, তাহাতেই আমি স্বীকৃত থাকিব। দারোগা সাহেব আগন্তুকের এই প্রকার কথা শুনিয়া দয়া পরবশ হইয়া বার আনা বেতনে, তাহাকে আশ্রমের কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিল। মেহের নেগার দারোগা সাহেবের নিকট স্বীয় নাম গোপন করতঃ মোবারক নাম বলিয়া প্রকাশ করিল। সে তখন হইতে সকলের নিকট মোবারক নামে পরিচিত হইতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বিশ্ব স্রষ্টা খোদাতায়ালার অসীম মহিমা, ভ্রমান্ধ মানব কিছুই বুঝিতে সক্ষম নয়। তাঁহার মনের নিগূঢ় ভাব ভ্রান্তিমান মানবের হৃদয়ঙ্গম করা বড়ই সুকঠিন। তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যে বাধা প্রদানও জীবের অসাধ্য। তিনি যাহার অদৃষ্টে যাহা লিপি বদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে অখণ্ডনীয়। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্যই হইতে পারে না। তাঁহার ইচ্ছায়ই জাগতিক সকল কার্য্য পরিচালিত হইতেছে।

প্রভো! তোমার জ্ঞান যে কত গভীর, মানবের তাহা বুঝিবার কোনই ক্ষমতা নাই। তোমার শুভ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে যাইয়া কত মানব যে, অসীম যাতনা ভোগ

করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পক্ষান্তরে তোমার শুভ ইচ্ছার অনুমোদিত কার্য্য করিয়া, কত মানব অসীম স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছে। কাজেই সুখ ও দুঃখ ভোগ, মানবের স্বীয় ২ কর্ম্মফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রভো! তুমি সকলকেই সুখের দিকে, স্বর্গের দিকে, টানিতেছ কিন্তু ভ্রমান্ধ মানব তোমার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া স্বেচ্ছানুমোদিত কার্য্যানুযায়ী ফল ভোগ করিতেছে। দুঃখ পাইলে অজ্ঞানতা হেতু তোমাকেই দোষ দিয়া থাকে। দয়াময়! এই অখিল বিশ্বে সৎবুদ্ধি প্রণোদিত কত মানব, নশ্বর ধন সম্পত্তি ও স্ত্রীপুত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার নাম করিতে ২ স্বর্গ সুখ ভোগ করিতেছে! আবার দুষ্ট বুদ্ধির বলে কতজন অবিচার, অত্যাচার, ব্যভিচার ইত্যাদি পাপকার্য্য করিয়া, অসীম নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। স্বীয় কর্ম্ম ফলে কেহ রাজ রাজেশ্বরের পদ লাভ করতঃ পার্থিব সুখের শেষ সীমায় উপনীত হইতেছে। কেহবা স্বীয় কর্ম্ম ফলে দ্বারে ২ ভিক্ষা করিয়া উদর পূর্ত্তি করিতে পারিতেছে না।

প্রভো! তোমার লীলা বুঝা কঠিন! যাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্যও বীর্য্যে দিকদিগন্ত শঙ্কান্বিত; যাঁহার সুযশঃ মাখা নাম চতুর্দ্দিকেই প্রদীপ্ত; যাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনাথ আশ্রমে শত শত নিরাশ্রয় দুঃখী আশ্রয় পাইয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে; যাঁহার প্রদত্ত অন্নে শত শত দরিদ্র প্রতিপালিত হইতেছে, প্রভো!

আজ সেই বিশ্ববিখ্যাত অসীম প্রতাপশালী, ধনকুবের সওদাগরের কন্যা মেহের নেগার, তাহারই আজ্ঞাবহ দাস দারোগা সাহেবের নিকট মাসিক বার আনা বেতনে চাকরের চাকর হইয়া আশ্রমে কাজ করিতেছে। যাহার জন্য অসংখ্য দাসদাসী, নিয়োজিত ছিল, যাহার আদেশ প্রতিপালনের জন্য পরিচারিকাগণ সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব থাকিত আজ সেই মেহের নেগার, মোবারক নাম ধারণ করতঃ, তাহার পিতৃ প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে, সামান্য একজন চাকর দারোগা সাহেবের দাসরূপে কার্য্য করিতেছে।

মেষপালক মেহের নেগারকে অন্বেষণ করিতে করিতে সেই নদীর ধারে খেয়াঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং পাটুনীকে বলিল ভাই পাটুনী, তোমার নৌকায় একটা অতি সুন্দরী স্ত্রীলোক পার হইয়া গিয়াছে? এবং কোন্ পথে গিয়াছে তুমি বলিতে পার? আমার গৃহে তাহাকে এক রাত্রি থাকিবার স্থান দিয়াছিলাম। তাহার ভাড়া স্বরূপ সে আমাকে একখানা বহু মূল্যবান অলঙ্কার প্রদান করিয়া গিয়াছে। এই দেখ তাহা আমি সঙ্গে আনিয়াছি। ভাইরে! সেই রমণীর রূপের কথা কি বলিব! আমি এমন সুন্দরী স্ত্রীলোক জীবনে আর কখনও দেখি নাই। তাহার রূপের কথা আমার স্ত্রীর নিকট বলায়, আমার স্ত্রীর সহিত বিবাদ হইয়াছে। আমি তাহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া, তাহার অন্বেষণার্থ অদ্য কতিপয় দিবস হইল

গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছি। কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পাইতেছি না। আমি বোধ করি, সেই যুবতী তোমার এই ঘাটে পার হইয়া গিয়াছে। যদি তুমি তাহার সন্ধান জানিয়া থাক তবে আমাকে, তাহা বলিয়া দিলে, আমি তথায় যাইব।

পাটুনী মেষ পালকের মুখে এতাদৃশ কথা শুনিয়া বলিল, ভাই! তুমি যে সুন্দরী স্ত্রীলোকের কথা ব্যক্ত করিলা, গত রজনীতে সে এই ঘাটে আমার নৌকায় পার হইয়া গিয়াছে, এবং আমাকে পুরস্কার স্বরূপ তাহার মূল্যবান শালখানা দিয়া গিয়াছে। ভাইরে! সেই যুবতীর রূপের কথা কি বলিব! সে যখন আমার নৌকায় পার হইতেছিল, তখন তাহার শরীর বোর্কা দ্বারা আবৃত ছিল। নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া, অজু করিতে বসিলে, তাহার প্রতি আমার দৃষ্টি পতিত হয়। যদিও সমস্ত অবয়ব, আমি দেখিতে পাই নাই, তথাপি যতটুকু দেখিতে পাইয়াছি, তাহাতেই আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আমার জীবনে এইরূপ সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিতে পাই নাই। আমিও আমার স্ত্রীর নিকট, তাহার সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করায়, আমার স্ত্রী আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া, আমার সহিত ঝগড়া করিয়াছে। ভাইরে! সেই যুবতীর রূপের কথা কি বলিব! সুন্দরী আমাকে পাগল করিয়াছে। আমিও তাহার অন্বেষণে যাইব ইচ্ছা করিয়াছি।

মেষপালক পাটুনীর মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া বলিল, ভাই! তবে আর বিলম্ব কেন? চল আমরা উভয়ে একত্রিত হইয়া যুবতীর অন্বেষণে যাই। পাটুনী তাহাতে স্বীকৃত হইয়া গৃহ হইতে সেই যুবতীর প্রদত্ত শালখানা স্কন্ধে গ্রহণপূর্ব্বক মেষপালকের সঙ্গে যুবতীর অন্বেষণে চলিল।

মেষপালক ও পাটুনী কতিপয় দিবস, অনির্দ্দিষ্ট ভাবে পদব্রজে হাটিতে হাটিতে একদিন রাত্রিতে, তাহারা ইরাণ সহরে যাইয়া উপস্থিত হইল। তখন তাহারা আর অন্য উপায় না দেখিয়া, সওদাগর খোরসেদ সাহার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে আশ্রয় লইল। উহারা আশ্রমে উপস্থিত হইবা মাত্র আশ্রমের কার্য্যাধ্যক্ষ দারোগা সাহেবের আদেশানুসারে, মোবারক আশ্রমের নিয়মানুসারে, তাহাদিগকে সযত্নে আহারাদি করাইয়া, বিশ্রামাগারে প্রেরণ করতঃ উৎকৃষ্ট শয্যায় শোয়াইয়া রাখিল। মেষপালক ও পাটুনীকে দেখিয়া মোবারক তাহাদিগকে চিনিল, এবং মনে ২ বলিতে লাগিল, হে খোদাতায়ালা, কতদিনে আমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে? মেষপালক ও পাটুনী আসিয়াছে; এখন আমার স্বামী সাহাজাদা পরিরোক বাকী রহিয়াছেন। তিনি আসিয়া পৌঁছিলেই আমার বাসনা পূর্ণ হয়। হে করুণাময় খোদাতায়ালা! তুমি দয়া পরবশ হইয়া শীঘ্র এখানে আমার স্বামী সাহাজাদা পরিরোককে পৌঁছাইয়া দাও।

এদিকে সাহাজাদা পরিরোক, স্বীয় প্রিয়তমা পত্নী মেহের নেগারের বিচ্ছেদে, ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। কোথাগেলে তাহাকে প্রাপ্ত হইবে, কি উপায়ে প্রাপ্ত হইবে, দিনরাত্রি কেবল এই চিন্তাতেই মগ্ন থাকিত। শেষে অন্য উপায় আর না দেখিয়া অন্বেষণার্থ ইরাণাভিমুখে রওনা হইল। কতিপয় দিবস পদব্রজে হাটিয়া, শেষে একদিন রাত্রিতে ইরাণ সহরে উপস্থিত হইল। এবং চিন্তা করিতে লাগিল, কোথায় রাত্রি যাপন করিবে। অনুসন্ধানে জানিতে পারিল যে, সওদাগর খোরসেদ সাহা এই সহরে, বিদেশী পথিক ও নিরাশ্রয়দিগের জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সেখানে সর্ব্বসাধারণ লোক আহারাদি ও থাকিবার স্থান পাইয়া থাকে। তখন সে নিশ্চিন্তিত হইয়া সেই আশ্রমেই যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল।

পরিরোক আশ্রমে উপস্থিত হওয়া মাত্রই মোবারক তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল। বহুদিন পরে স্বীয় পতিকে দেখিতে পাইয়া মোবারক রূপধারী মেহের নেগার আনন্দ সাগরে মগ্ন হইল। এবং খোদাতায়ালাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক, মনে মনে বলিতে লাগিল, প্রভো, তোমার বিশেষ অনুগ্রহে এই হতভাগিনীর স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আশা করি তোমারই দয়ায় শীঘ্রই আমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে।

সাহাজাদা পরিরোকের অপূর্ব্ব রূপ লাবণ্য বিশিষ্ট কমনীয়

শরীর দর্শনে আশ্রমের অধ্যক্ষ দারোগা সাহেব মনে মনে চিন্তা করিল, এই ব্যক্তি সাধারণ লোক বলিয়া আমার মনে হয় না। ইহার যে প্রকার শরীরের গঠন, যে প্রকার অসাধারণ চক্ষের জ্যোতি, তাহাতে আমার মনে হয়, এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই একজন বাদসাজাদা সৌভাগ্যবান পুরুষ হইবে। সাধারণ লোকের অঙ্গ সৌষ্ঠব কখনও এপ্রকার হইতে পারে না।

অতঃপর দারোগা সাহেব তাহাকে সমুচিত আদর অভ্যর্থনা করতঃ পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইল। এবং উত্তম শয্যা রচনা করতঃ তাহাতে তাহাকে শোয়াইয়া রাখিল।

মোবারক মাসিক বার আনা বেতনে আশ্রমের সাধারণ কাজে নিযুক্ত হয় বটে কিন্তু তাহার অপরূপ রূপ, অসাধারণ দেহ ও শরীরের লাবণ্য দর্শনে এবং তাহার কার্য্যের অসাধারণ যোগ্যতায়,—দারোগা সাহেব, তাহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন ; এমন কি তাহাকে স্বীয় সন্তান অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিতেন ও স্নেহ করিতেন। মোবারকের সদ্ব্যবহারে অতি অল্পদিনের মধ্যেই সে সকলের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হইয়া উঠে।

মেষ পালক, পাটুনী ও সাহাজাদা পরিরোক, সকলেই নিদ্রিত এমন সময় মোবারক দারোগা সাহেবের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। অমায়িক দয়ালু দারোগা সাহেব মোবারককে

সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মোবারক, তুমি কি মনে করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ? যদি কোন কথা থাকে, তাহা বলিতে পার। মোবারক বলিল, জোনাব, আমার মনটা যেন অত্য অস্থিরই বোধ হইতেছে, প্রাণে কোন প্রকার শান্তি পাইতেছি না; তাই আপনার নিকট আসিয়াছি। আমি শুনিয়াছি আপনি নাকি ভাল ভাল কেচ্ছা জানেন; দয়া করিয়া তাহার দুই একটী কেচ্ছা বলিলে, বোধ হয় তাহাতে শান্তি পাইব।

মোবারকের মুখে এতাদৃশ বাক্য শুনিয়া দারোগা সাহেব বলিল, তুমি কাহার নিকট শুনিয়াছ যে, আমি নানাপ্রকার কেচ্ছা জানি? আমি ত কোনপ্রকার কেচ্ছা জানি না এবং বলিতেও পারি না। তুমি যদি কোন ভাল কেচ্ছা জান, তাহা বল, আমি শুনি। ইহা শুনিয়া মোবারক বলিল, আমি অতি আশ্চর্য্য একটী কেচ্ছা জানি। বোধ করি আপনি কখনও এমন কেচ্ছা কোথাও শুনেন নাই। এতচ্ছ্রবণে দারোগা সাহেব বলিল মোবারক, আচ্ছা তবে, তোমার সেই কেচ্ছাটী বল; তাহা শুনিবার জন্য আমার মনে বড়ই কৌতুক জন্মিয়াছে।

মোবারক বলিল, আমার সেই কেচ্ছা বলিতে হইলে কয়েকজন নির্দ্দিষ্ট লোকের উপস্থিতি আবশ্যক। সেই কতিপয়

নির্দ্দিষ্ট লোক ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট আমি সেই কেচ্ছা বলিব না। যদি আপনি সেই কয়জন লোক লইয়া একটী সভা করিতে পারেন, তবে আমি সেই সভায় আমার কেচ্ছা বলিতে পারি। দারোগা সাহেব বলিল তোমার কেচ্ছা বলিতে কোন্ কোন্ লোকের দরকার তাহা বল; আমি তাহাদিগকে ডাকিয়া নিশ্চয়ই সভা করিব এবং তোমার কেচ্ছা শুনিব।

মেষ পালক, পাটুনী ও সাগজাদা পরিরোককে লক্ষ্য করিয়া মোবারক বলিল, এই তিনজন লোক, আপনার মনিব খোরসেদ সওদাগর সাহেব, তাঁহার স্ত্রী নুরুন্নেহার, পুত্র কায়খসরু, বাড়ীর মুন্সীজি, এবং বাহ্‌রাম ও গোলজার নামক দ্বারবান দুইটী, আর আপনি এই কয়জন লোক লইয়া সভা করিলে, আমি কেচ্ছা বলিতে পারি।

অতঃপর দারোগা সাহেব, মোবারকের কথানুসারে মেষ পালক, পাটুনী ও পরিরোক ব্যতীত সওদাগর সাহেব প্রভৃতি অন্যান্য সকলকে লিখিয়া জানাইল যে "মোবারক নামক একটী লোক আমার নিকট আছে; সে অতি উত্তম ও আশ্চর্য্যজনক একটী কেচ্ছা জানে। আমি তাহা শুনিবার জন্য আগামী কল্য দিন ধার্য্য করিয়াছি। আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক কেচ্ছা শুনিবার জন্য উক্ত নির্দ্দিষ্ট তারিখে বেলা ১০ ঘটীকার সময়,

সওদাগর সাহেবের মস্‌জিদ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবেন। আপনারা উপস্থিত না হইলে মোবারক কেচ্ছা বলিবে না; সুতরাং আপনাদের উপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয়।" আর এদিকে মেষ পালক, পাটুনী ও সাহাজাদা পরিরোককে বলিল যে, "আপনারা তিন জনে কোথাও যাইতে পারিবেন না। আগামী কল্য বেলা ১০টার সময় সওদাগর সাহেবের মস্‌জিদ প্রাঙ্গণে মোবারক অতি আশ্চর্য্যজনক কেচ্ছা বলিবে, আপনারা তথায় উপস্থিত হইয়া উহা শ্রবণ করিবেন।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নির্দ্দিষ্ট তারিখে নির্দ্দিষ্ট সময়ে দারোগা সাহেব, মেষ পালক, পাটুনী, সাহাজাদা পরিরোক ও মোবারককে সঙ্গে লইয়া সওদাগর সাহেবের মস্‌জিদ প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল। সওদাগর খোরসেদ সাহা ও স্ত্রী, পুত্র, দ্বারবানদ্বয় ও মুন্সীজিকে সঙ্গে লইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে উক্ত মস্‌জিদ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিমন্ত্রিত সকলেই মস্‌জিদ প্রাঙ্গণে সমাসীন হইয়াছেন; এমন সময় দারোগা সাহেব মোবারককে লক্ষ্য

করিয়া বলিতে লাগিলেন, এই ব্যক্তি মাসিক বার আনা বেতনে কতিপয় দিবস যাবত সওদাগর সাহেবের প্রতিষ্ঠিত এতিমখানায় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতেছে। ইহার আচার ব্যবহার ও কার্য্যকলাপে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি; ইহার নাম মোবারক। এই যুবক অতি আশ্চর্য্যজনক একটী কেচ্ছা জানে বলিয়া আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছে। আমি তাহার সেই কেচ্ছা শ্রবণ করিবার জন্য অদ্য দিন ধার্য্য করতঃ আপনাদিগকে এই সভায় আহ্বান করিয়াছি। আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক মনোযোগের সহিত তাহার কেচ্ছা শ্রবণ করুন। অতঃপর মোবারককে কেচ্ছা বলিতে আদেশ করিল।

মোবারক দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিল, এই সভায় উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা সকলেই আমার ভক্তিপূর্ণ ছালাম গ্রহণ করুন। আমি এই সহরে আসিয়া, লোক পরম্পরায় অতি আশ্চর্য্যজনক একটী কেচ্ছা শুনিয়াছি; অদ্য তাহাই আপনাদের নিকট বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। কেচ্ছা বলিতে আমার ক্রুটী হইলে আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে ক্ষমা করিবেন।

মোবারক কেচ্ছা বলিতে লাগিল, পূর্ব্বকালে এই ইরাণ সহরে একজন সওদাগর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বাণিজ্য কার্য্য দ্বারা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন।

তাঁহার শত শত বাণিজ্য পোত বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করিত। ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সওদাগর সাহেব অসীম জ্ঞান এবং সুযশেরও অধিকারী হইয়াছিলেন। দুঃখী ও নিরাশ্রয়-দিগের জন্য তাঁহার ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত ছিল। তাঁহার অসংখ্য দাস-দাসী, সৈন্য-সামন্ত, পাইক, পেয়াদা ছিল। আল্লাতায়ালা দয়া করিয়া তাঁহাকে একটী পুত্র এবং একটী কন্যাও প্রদান করিয়াছিলেন। কালের কুটিল গতিতে হঠাৎ তাঁহার ধন সম্পত্তি, বাণিজ্য জাহাজ ইত্যাদি সমস্ত ধ্বংশ প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি একেবারে পথের ভিখারী হইয়া পড়িলেন।

স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার গ্রাসাচ্ছাদনে অক্ষম হইয়া পড়ায়, সওদাগর সাহেব ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। তিনি সমস্ত দিবস ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইতেন, তদ্দ্বারা কোনরূপে তাহাদের চারিজনের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। তাঁহার পত্নী অনাহারে থাকিয়া অনেক দুঃখ কষ্টে তাহা হইতে দুই টাকা জমাইয়া তদ্দ্বারা কিছু জিনিষ খরিদ বিক্রী করিয়া ক্রমশঃ কিছু লাভ করিতে লাগিলেন। কতকদিন এইপ্রকার ভাবে কার্য্য করায় তাহার হাতে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা হইল। তখন সওদাগর, স্ত্রীর পরামর্শানুসারে ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীর হস্তস্থিত ৫০৲ টাকা দ্বারা সহরে একখানা দোকান খুলিল। এই দোকানে ক্রমেই লাভ হইতে লগিল

খোদাতায়ালার অসীম করুনাবলে, সওদাগরের অদৃষ্ট ফিরিয়াগেল। এই দোকানে লাভ করিতে করিতে সওদাগর সাহেব অতি অল্প দিনের মধ্যেই পুনরায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন।

আবার দেশ দেশান্তরে তাহার অসংখ্য বানিজ্য জাহাজ যাতায়াত করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকেই তাহার সুযশঃ ছড়াইয়া পড়িল। আবার সেই অসংখ্য দাস-দাসী, সৈন্য-সামন্ত পাইক-পেয়াদা প্রভৃতিতে তাহার বিরাট ভবন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আবার সওদাগর সাহেব দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ মাদ্রাসা, দাতব্য ঔষধালয়, অনাথ আশ্রম প্রভৃতি স্থাপন করিলেন। আবার পূর্ব্বাপেক্ষা অতিমনোরম দলানকোটা, বাগানবাটী, বিলাসভবন প্রভৃতি নির্ম্মান করিয়া বাসভবনকে ইন্দ্রপুরী সদৃশ করিয়া তুলিলেন। স্বীয় পুত্র কন্যার লেখাপড়া শিক্ষা দানের নিমিত্ত সর্ব্বগুণালকৃত কার্য্যদক্ষ মুন্সিকে নিযুক্ত করিলেন।

মোবারকের মুখে এতাদৃস বাক্য শ্রবন করায় সওদাগর খোরসেদ সাহা বলিলেন, মোবারক, তিনি কোন্ সওদাগর! তাঁহার নাম কি! মোবারক বলিলেন, সাহেব চুপ্ করিয়া আমার কথা শুনিতে থাকেন। আমি যাহা শুনিয়াছি তাহাই বলিব।

মুন্‌সিজি সওদাগরের পুত্র ও কন্যাকে স্বীয় সন্তান জ্ঞানে অতি সযত্নে লেখাপড়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে তাহারা লেখাপড়া খুব ব্যুৎপন্ন হইল। ক্রমে সওদাগর দুহিতা বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়া যৌবনে পদার্পন করিল। তাহার যৌবন কালিন রূপলাবন্য দর্শনে মুন্‌সিজি মুগ্ধ হইয়া পড়িল। সওদাগর বাড়ী থাকিলে মুন্‌সিজি তাহার পাপবাসনা চরিতার্থ করিতে পারিবেননা বিবেচনা করিয়া চতুরতাপূর্ব্বক সওদাগরকে স্ত্রী ও পুত্র সহ বিদেশে পাঠাইয়া দেয় এবং একদিন সওদাগর দুহিতার গৃহে যাইয়া উপস্থিত হয়। বালিকা তখন নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া, কোরাণ শারিক পাঠ করিতে ছিল। অকস্মাৎ মুন্‌সিজিকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠে, মুন্‌সি তখন বালিকার নিকট পাপকর্য্যের প্রস্তাব করে। কিন্তু বালিকা কিছুতেই স্বীকৃত না হওয়ায় পাপী বলপূর্ব্বক বালিকার সতীত্ব নষ্ট করিতে উদ্যত হয়।

মোবারক এইকথা বলিলে, মুন্‌সিজি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, কিরে! তুই কি তাহা দেখিয়াছিস? তুই মুন্‌সির নামে মিথ্যা অপবাদ করিতেছিস্ কেন।

মোবারক বলিল সাহেব কটুক্তি প্রয়োগ করিবেন না। যাহা শুনিয়াছি তাহাই বলিতেছি। ইহা সত্য কি মিথ্যা তাহা জানিনা। অতঃপর সওদাগর কন্যা মুন্‌সিজিকে ঠকাইবার

উদ্দেশ্যে বলে, যে এখন দিবস, সর্ব্বদা লোক যাতায়াত করে, সুতরাং ইহা আপনার বাসনা চরিতার্থ করার উপযুক্ত নয়। আপনি রাত্রিতে আসিলে আপনাকে আলিঙ্গন প্রদান করতঃ আপনার বাসনা পূর্ণ করিব। মুন্‌সিজি তাহাতে সম্মত হইয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। পরে রাত্রিতে মুন্‌সিজি তাহার পাপ বাসনা পূর্ণ করিতে পুনরায় সওদাগর দুহিতার নিকট আগমন করিলে, সওদাগর দুহিতা দ্বারবান দ্বারা মুন্‌সিজির মুখে জুতার আঘাত করায় মুন্‌সিজি ইহাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করে। মোবারকের এই কথা শুনিয়া দ্বারবানদ্বয় হাঁ হাঁ ঠিক কথা আমরাই মুন্‌সিজিকে জুতা মারিয়া ছিলাম।

অতঃপর মুন্‌সিজি প্রতিশোধ লইবার জন্য, সওদাগর সাহেবকে এক মিথ্যা পত্র লিখেন যে, "আপনার কন্যা জাতি, কুল বিসর্জ্জন দিয়া উপপতির সঙ্গে পাপ কার্য্যে লিপ্ত আছে। সওদাগর সাহেব বিশ্বস্ত মুন্‌সিজির পত্রে কন্যার এইরূপ অসৎ চরিত্রের বিষয় অবগত হইয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং উহাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য স্বীয় পুত্রকে প্রেরণ করেন। সওদাগর পুত্র পিতৃ আদেশে দুশ্চরিত্রা ভগিনীকে হত্যা করিবার জন্য গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ভগ্নিকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে ভগিনীর ক্রন্দনে মায়ামুগ্ধ

হইয়া, ভগিনীকে না মারিয়া নিবিড় জঙ্গলে বনবাস দিয়া চলিয়া যায়।

মোবারকের এই কথা শুনিয়া কায় খস্রু বলিল, ওহে মোবারক তুমি কি জান, পরে সেই কন্যার অবস্থা কি হইল? হায়! আমিই সেই ভগিনীকে বনবাস দিয়াছিলাম। মোবারক বলিল, আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহাই বলিতেছি, নিঃশব্দে শ্রবণ করুণ।

অতঃপর সওদাগর দুহিতা গাছের পাতা খাইয়া অতি কষ্টে সাত বৎসর কাল বনে বাস করে। হঠাৎ সেই বনে, ইস্ফাহান দেশাধিপতি সুলতান ফেরদাউছ সাহার পুত্র পরিরোক হরিণ শিকার করিবার জন্য উপস্থিত হয়। দয়ালু বাদসাজাদা পরিরোক তথায় সওদাগর দুহিতাকে নিরাশ্রয় অবস্থায় গাছের উপর দেখিয়া, দয়াপরবশ হইয়া, সঙ্গে গ্রহণপূর্ব্বক স্বদেশে লইয়া যায় এবং ধর্ম্মানুমোদিত নিয়মে তাহাকে বিবাহ করেন। বালিকা বাদসার বেগম হইয়া অতি সুখে কালযাপন করিতে থাকে এবং কিছুদিন পর দুইটী সন্তান প্রসব করে।

একদিন রাত্রিতে বালিকা স্বপ্নযোগে তাহার পিতামাতাকে দেখিতে পায়। অনন্তর তাহার পিত্রালয়ে যাইয়া পিতামাতাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে এবং ইহা তাহার

স্বামী পরিরোককে জ্ঞাপন করে। পরিরোক পত্নীর কথায় সম্মত হইয়া, পত্নীকে ইরাণ দেশে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেয়। কোন অনিবার্য্য কারণে পরিরোক তাহার সঙ্গে যাইতে না পারিয়া, প্রধান উজিরকে সঙ্গে দেয়। প্রধান উজির যুবতীকে সঙ্গে লইয়া ইরাণাভিমুখে যাত্রা করে।

পথিমধ্যে উজির যুবতীর সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহার সহিত পাপকার্য্য করিতে প্রয়াসী হয়। কিন্তু যুবতী কিছুতেই বাধ্য না হওয়ায় উজির তাহার দুইটী পুত্রকে হত্যা করে। যুবতী তাহাতেও বাধ্য না হওয়ায় উজির অবশেষে তরবারী দ্বারা তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়। তখন অনন্যোপায় হইয়া সওদাগর কন্যা বলিল, যদি আপনি আমার স্বামীর ন্যায় বাদসাই পোষাক পরিধান করিয়া আসিতে পারেন, তবে আপনার বাসনা চরিতার্থ করিতে পারি। উজির যুবতীর এই প্রকার কথা শুনিয়া, বাদসাই পোষাক পরিধানের নিমিত্ত স্বীয় শিবিরে গমন করিল। এই অবসরে যুবতী তথা হইতে পলায়ণ করিয়া সতীত্বকে রক্ষা করে। সাহাজাদা পরিরোক তখন মোবারককে বলিল, তুমি কি জান তৎপর যুবতী কোথায় চলিয়া গেল? আমি সেই ফেরদাউছ সাহার পুত্র এবং সেই যুবতী আমার স্ত্রী। আমি বহুদিন যাবত আমার সেই স্ত্রী যুবতীকে অন্বেষণ করিতেছি। কিন্তু তাহার কোনই খোঁজ

পাইতেছি না। মোবারক বলিল, আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহা বলিতেছি, নিঃশব্দে শ্রবণ করুন।

যুবতী সমস্ত দিবস পদব্রজে হাঁটিয়া সন্ধ্যা সমাগমে এক মেষপালকের গৃহে উপস্থিত হয়। মেষপালক অনুগ্রহ করিয়া, তাহাকে যথারীতি আহারাদি করায় এবং বিশ্রামার্থ শর্য্যা রচনা করিয়া দেয়। যুবতী মেষপালকের গৃহে রাত্রি যাপন করিয়া, প্রত্যূষে মেষপালককে একখানা মূল্যবান অলঙ্কার পারিতোষিক প্রদান করতঃ তথা হইতে প্রস্থান করে। তখন মেষপালক মোবারককে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার পর যুবতী কোথায় চলিয়া গেল বলিতে পার? আমি সেই মেষপালক; আমার গৃহে সেই যুবতী রাত্রিতে অবস্থান করিয়াছিল এবং আমাকেই অলঙ্কার পারিতোষিক প্রদান করিয়াছিল। এই দেখুন তাহার প্রদত্ত অলঙ্কার আমি সঙ্গে আনিয়াছি। আমি কতিপয় দিবস যাবত সেই যুবতীকে অন্বেষণ করিতেছি কিন্তু কোথাও তাহার খোঁজ পাইতেছি না। মোবারক বলিল আমি যাহা শুনিয়াছি তাহা বলিতেছি, নিঃশব্দে শ্রবণ করুন।

যুবতী সমস্ত দিবস পদব্রজে হাঁটিয়া রাত্রিতে এক নদীর ধারে খেয়াঘাটে উপস্থিত হয়। রাত্রিতে পাটুনী তাহাকে পার করিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, সে অগত্যা পুরস্কার প্রদানের লোভ দেখাইয়া, অপর পারে পার হয়। যাইবার সময়, যুবতী

পাটুনীকে একখানা মুল্যবান শাল প্রদান করে। তখন পাটুনী মোবারককে বলিল, মোবারক! তাহার পর সেই যুবতী কোথায় চলিয়া গেল বলিতে পার? আমি সেই পাটুনী। আমাকে একখানা মুল্যবান শাল প্রদান করিয়াছিল এই দেখ আমি সেই শালখানা সঙ্গে আনিয়াছি। আজ কতক দিন যাবত আমি সেই রমণীকে অন্বেষণ করিতেছি? কিন্তু কোথাও তাহার অনুসন্ধান পাইতেছি না। মোবারক বলিল, আমি যাহা শুনিয়াছি তাহা বলিতেছি, চুপ করিয়া শ্রবণ করুন।

রমণী ইরাণ দেশাভিমুখে গমন করিতে থাকে এবং রাত্রিকালে ইরাণ সহরের সন্নিধানে উপস্থিত হয় এবং নারী বেশ পরিত্যাগ করতঃ পুরুষ বেশ ধারণ করিয়া, রাত্রিকালে খোরসেদ সাহার প্রতিষ্ঠিত অনাথ আশ্রমে উপস্থিত হয়, এবং মোবারক নামে পরিচিত হইয়া, মাসিক বার আনা বেতনে আশ্রমের অধ্যক্ষ দারোগা সাহেবের অধীনে চাকরের কাজ করিতে থাকে। সেই মোবারকই অদ্য সওদাগর সাহার মস্‌জিদ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া, সকলকে কেচ্ছা শুনাইতেছে। এখন আপনারা সকলে বিচার করিয়া দেখুন সেই যুবতীকে?

এতাদৃশ কাহিনী শ্রবণ করিয়া, সওদাগর খোরসেদ সাহা ও তাহার স্ত্রী নুরুননেহার খাতুন স্বীয় দুহিতা মেহেরনেগারকে চিনিতে পারিয়া অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং তাহার গলা

ধরিয়া দুঃখের কাঁদা-কাঁদিতে লাগিল। অতঃপর দুঃখ বেগ কতক সংবরণ করতঃ মেহেরনেগারকে কোলে লইয়া, তাহার মুখে চুম্বন করিতে লাগিল।

মেহেরনেগারও পিতামাতার পদ চুম্বন করতঃ জননীর গলা ধরিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, জননী, আমি তোমার অতি আদরের সেই মেহেরনেগার! মুন্‌সিজির অত্যাচারে, মাতৃপিতৃহীনা হইয়া, জঙ্গলে অতি কষ্টে দীর্ঘকাল যাপন করিয়াছি। মুন্‌সিজির অত্যাচারে বাড়ী ঘর দালান কোঠা পরিত্যাগ করিয়া নিবিড় বিজন জঙ্গলে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি। মা! মুন্‌সিজির অত্যাচারে, আমার ভ্রাতা আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু দয়াপরবশ হইয়া আমাকে বধ না করিয়া আমার প্রতি বনবাসের ব্যবস্থা করিয়াছিল। মুন্‌সিজির অত্যাচারে পিতা আমাকে দুশ্চারিণী ঠিক করিয়া, আমার প্রতি অতি ক্রুদ্ধ হইয়া আছেন। মা, আমি তোমার অতি সোহাগের কন্যা সেই মেহেরনেগার!

মা, আমি অতি ক্ষুদ্রমতি বালিকা। মুন্‌সিজি, আমার প্রতি কেন এত অত্যাচার করিল এবং আমার প্রতি অত্যাচার করিয়া, আমাকে কেন পিতা, মাতা, বাড়ী ঘর ছাড়া করিয়া দুঃখের সাগরে ভাসাইয়াছে, আজ তোমাদের নিকট তাহার বিচার প্রার্থনা করিতেছি।

স্বীয় কন্যা মেহের নেগারের মুখে এতাদৃশ বিবরণ অবগত হইয়া, সওদাগর সাহেব ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ জল্লাদকে আদেশ দিলেন যে, জল্লাদ! তুমি এখনই দুরাচার মুন্‌সিজিকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করতঃ হত্যা কর। জল্লাদ, সওদাগর সাহেবের আদেশ পাওয়া মাত্র মুন্‌সিজির অর্দ্ধাঙ্গ মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিয়া প্রস্তরাঘাতে, তাহার মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল।

অতঃপর সওদাগর সাহেব মেষপালক ও পাটুনীকে প্রচুর অর্থ প্রদান করতঃ সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। দ্বারবান দ্বয়কেও বিশেষ পারিতোষিক প্রদান করিয়া তাহাদের সন্তুষ্টি বিধান করিলেন।

বহু দিনের পর স্নেহের কন্যাকে পাইয়া সওদাগর সাহেব আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। অনন্তর কন্যা ও জামাতাকে লইয়া আনন্দিত মনে গৃহে গমন করিলেন।

সওদাগর খোরসেদ সা ও তাহার পত্নী নুরুন নেছা খাতুন, জামাতা পরিরোকের মুখ চুম্বন করতঃ বলিলেন, বাবা! তোমার কৃপাতেই আমাদের স্নেহের কন্যা মেহের নেগার, হিংস্রজন্তু সমাকুল বিজন অরণ্য হইতে উদ্ধার পাইয়া ছিল। যদি তুমি তাহাকে ভীষণ জঙ্গল হইতে উদ্ধার করতঃ স্বদেশে লইয়া না যাইতে তবে, আমরা আর তাহার চন্দ্রমুখ দেখিতে

পাইতাম না। সে ঐ ভীষণ অরণ্য মধ্যেই অসীম দুঃখে প্রাণ ত্যাগ করিত অথবা হিংস্রজন্তুগণ তাহা দ্বারা উদর পূর্ণ করিত। বাবা! তুমি আমাদের হৃদয়ের ধন, অন্তরের প্রিয়বস্তু মেহের নেগারকে উদ্ধার করিয়া যে উপকার করিয়াছ, সেই উপকারের প্রতিদান তোমাকে কিছুই দিতে পরিলামনা; দিবার বস্তুও আমাদের কিছুই নাই। খোদাতায়ালার নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি তিনি তোমাকে দীর্ঘজীবী করুণ।

সতী মেহের নেগার, বহু দিনের পর স্বীয় পতিকে পাইয়া খোদাতায়ালাকে অসীম ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। এবং অশেষ ভক্তি সহকারে প্রিয় পতির পদ চুম্বন করতঃ উজিরের সত্যাচার ও পুত্রদ্বয়ের হত্যার কথা মনে করিয়া, শোক সন্তপ্ত অন্তঃকরণে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার চরণ তলে শুইয়া পড়িল। সাহাজাদা পরিরোক উজিরের অত্যাচার ও পুত্রদ্বয়ের মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আহা দুরাচার উজির নিরপরাধ শিশু দুইটীকে হত্যা করিয়াছে, ইহা কি পিতামাতার অন্তরে সহ্য হইতে পারে! তাই পুত্র শোকে অধীরা হইয়া, সতী মেহেরনেগার ও সাহাজাদা পরিরোক ক্রন্দন করিতে লাগিল। ক্রন্দন করিতে করিতে উভয়ে শেষে ম্রিয়মানহইয়া রহিল; কাহারও কোন সাড়া শব্দ নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে, পরিরোক জ্ঞান লাভ করিল। সে

ধৈর্য্য ধারণ করতঃ পত্নীকে হস্তে ধরিয়া উঠাইয়া বসাইল এবং বক্ষে ধারণ করতঃ কহিতে লাগিল, প্রিয়ে! আর দুঃখ করিওনা, আর কাঁদিওনা। যাহা অতীত হইয়াছে, তাহার জন্য দুঃখ করা বৃথা। অদৃষ্টে খোদাতায়ালা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা কেহই খণ্ডন করিতে পারেনা। শত দুঃখ করিলে এবং আজীবন কাঁদিলেও পুত্র দুইটীকে আর ফিরিয়া পাইবেনা। অতএব ধৈর্য ধারণ কর।

অনন্তর পরিরোক ও মেহের নেগার উভয়ে সওদাগর ভবনে অতুল ঐশ্বর্য্যে পরিবেষ্টিত হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিল। পরিরোক, উজির খসরু জঙ্গ যেরূপ নৃশংসতার সহিত স্বীয় পুত্রদ্বয়কে হত্যা করিয়াছে, মেহেরনেগার যেরূপ চতুরতা পূর্ব্বক পাপীষ্ঠ উজিরের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া ইরাণদেশে স্বীয় পিত্রালয়ে আসিয়াছে, এবং পরিরোক নিজে যে প্রকারে ইরাণ দেশে আগমন পূর্ব্বক স্বীয় পত্নীকে প্রাপ্ত হইয়াছে, তৎসমুদয় বিস্তৃত রূপে লিখিয়া স্বীয়পিতা ফের দাউছ সাহাকে জানাইলেন। আরও লিখিলেন যে, উজির খসরু জঙ্গের হস্তপদ বাঁধিয়া অনতি বিলম্বে যেন এখানে পাঠান হয়। ইহার অন্যথা হইলে, তাঁহাকে আর দেখিতে পাইবেনা। ইহাও বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিলেন।

• ফের দাউছ সাহা পুত্রের বিয়োগে ম্রিয়মান হইয়া ছিলেন।

হঠাৎ তাহার লিপিকা প্রাপ্তে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং অতি আহ্লাদ সহকারে তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পত্র পাঠে আনন্দ লাভ দূরের কথা, মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। উজির খস্রু জঙ্গের নিষ্ঠুরতার কথা, অত্যাচারের কথা অবগত হইয়া দুঃখে, রোষে অধীর হইয়া উঠিলেন; অনন্তর আর কাল বিলম্ব না করিয়া, উজিরকে হস্ত-পদ বন্ধন করতঃ সঙ্গে লইয়া, ইরাণ সহরে খোরসেদ সাহার ভবনে উপস্থিত হইলেন।

সওদাগর খোরসেদ সাহা, বাদসা ফের দাউছ সাহাকে, স্বীয় ভবনে উপস্থিত দেখিয়া অতি আনন্দিত হইলেন। এবং যথোচিত সাদর সম্ভাষণে তাঁহাকে প্রীত করিলেন।

অতঃপর ফের দাউছ সাহা, স্বীয় পুত্র পরিরোককে বলিলেন, বাবা, তোমার লিখিত পত্রানুসারে, পাপাত্মা উজির খস্রু জঙ্গকে বাধিয়া এখানে লইয়া আসিয়াছি। এখন তোমার ইচ্ছানুযায়ী, তাহার শাস্তির বিধান কর। পরিরোক পিতার আদেশ পাওয়া মাত্র জল্লাদকে বলিল, অনতিবিলম্বে এই পাপীষ্ঠ উজির খস্রু জঙ্গকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেল। জল্লাদ আদেশ পাওয়া মাত্র প্রথমে উজিরের চক্ষুদ্বয় লৌহ শলাকা দ্বারা বিদ্ধ করতঃ উৎপাটিত করিল। তৎপর তাহার হস্তপদ ছেদন করতঃ ক্রমে তাহাকে সহস্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া যমের আগারে প্রেরণ করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সুলতান ফের দাউছ কিছুদিন সওদাগর খোরসেদ ভবনে পরম সুখে অবস্থান করতঃ স্বীয় পুত্র পরিরোক, পুত্রবধু মেহের নেগার ও বৈবাহিক খোরসেদ সাহাকে সঙ্গে লইয়া স্বদেশা-ভিমুখে যাত্রা করিলেন। সতী মেহের নেগার জননীর পদ চুম্বন করতঃ তাঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে, সওদাগর পত্নী নুরুন নেছা তাহাকে বক্ষে ধারণ করতঃ মুখ চুম্বন করিয়া, বস্ত্রাঞ্চলে স্বীয় চক্ষুজল মুছিতে মুছিতে বিদায় প্রদান করিলেন। অতঃপর মেহের নেগার ভাই, ভগিনীদিগকে যথোচিত ভালবাসা জানাইয়া, পতি গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

যুবক পরিরোকও সকলের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক, পিতা, পত্নী, শ্বশুর ও অন্যান্য লোকজন সমভিব্যাহারে গৃহা-ভিমুখে যাত্রা করিল। কতক দিন গমনের পর যেখানে, দুরাত্মা উজির, পুত্র দুইটাকে হত্যা করিয়াছিল, সন্ধ্যা সমাগমে তথায় যাইয়া উপস্থিত হইল। এবং রাত্রি যাপনের জন্য শিবির সন্নিবেশ করিল। মেহের নেগার পুত্রদ্বয়ের বধভুমি দর্শন করিয়া, শোকাকুল চিত্তে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিল, হে খোদাতায়ালা! তোমার নাম রহ্‌মানের রহিম; তোমার দয়ায় অসম্ভব ও সম্ভবপর হইতে পারে। তুমি না

করিতে পার জগতে এমন কোন কাজই নাই। প্রভো! তুমি মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করিতে এবং সজীব দেহ হইতে প্রাণ গ্রহণ করিতে পার। দয়াময়! দুরাচার উজির আমার কচি শিশুদ্বয়কে এই স্থানে অতি নিষ্ঠুরতার সহিত হত্যা করিয়াছে। তুমি তাহাদের মৃতদেহে জীবন দান কর।

হে দয়াময়! তোমারি অনুগ্রহে হজরত ইছা (আঃ) মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিয়াছেন; তোমারই অনুগ্রহে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নবি হজরত মহম্মদ (দঃ) মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করিয়াছেন। এবং তোমারই অনুগ্রহ বলে, হজরত মুনসুর হাল্লাজ, হজরত আবদুল কাদের জিলানী প্রভৃতি মহাত্মাগণ মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। দয়াময়! আমি অবলা নারী হইয়া তোমার সেই দয়া হইতে বঞ্চিত হইব কেন? প্রভো! যদি আমি সতী হই, তবে তোমার অনুগ্রহে আমার মৃত পুত্রদ্বয় এখন জীবন লাভ করুক। মেহের নেগার এইরূপ বলিতে বলিতে ম্রিয়মান হইয়া পড়িল।

সতীর কাতর ক্রন্দনে দয়াময় আল্লাহতায়ালা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, প্রধান ফেরেস্তা হজরত জিবরাইল (আঃ) কে বলিল, ওহে জিবরাইল! সতীর করুণ ক্রন্দনে, এবং তাহার অসীম ভক্তির ডাকে আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছিনা। তুমি অগৌণে, তাহার নিকট যাইয়া, তাহার

পুত্র দুইটীকে জীবিত করিয়া দিয়া আইস। হজরত জিবরাইল, (আঃ) খোদাতায়ালার এইরূপ আদেশ পাইয়া, অগৌণে সেই প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন এবং সতী মেহের নেগারের পুত্র দুইটীকে জীবিত করিয়া, তথা হইতে চলিয়া আসিলেন।

শিশুদ্বয় মৃতদেহে জীবন পাইয়া মা, মা, বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে সতী মেহের নেগারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সতী সম্মুখে পুত্রদ্বয়কে জীবিত দেখিয়া খোদাতায়ালাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক কোলে গ্রহণ করিলেন। যুবক পরিরোক সতী পত্নীর এতাদৃশ শক্তি দর্শনে ও পুত্র মুখ নিরীক্ষণে অতি বিমোহিত ও আহ্লাদিত হইলেন। এবং শত মুখে খোদাতায়ালাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অতঃপর তাহারা সকলে কতকদিন পর অতি আনন্দ সহকারে ইস্‌ফাহান দেশে যাইয়া উপস্থিত হইল। বাদশা ফেরদাউচ, পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্রদ্বয় ও অন্যান লোক জন সমভিব্যাহারে স্বীয় ভবনে উপস্থিত হইলে, তাঁহার ভবন আনন্দ কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল। এবং তাহারা পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিল। সওদাগর খোরসেদ সাহ, এই আনন্দ পুরীতে কতকদিন অবস্থান করতঃ বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

যথাধর্ম্ম তথাজয়।

(সমাপ্ত)

আমাদের প্রকাশিত পুস্তকাবলী

১। মৌলভী ইছমাইল হোসেন প্রণীত ও সুন্দর বাধাই **পয়গাম্বর বৃত্তান্ত বা আম্বিয়া কাহিনী** (প্রথম ভাগ) এই পুস্তকখানা প্রত্যেকের একবার পড়া দরকার। মূল্য ১।০ আনা মাত্র। উচ্চ কমিশন।

২। উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত ও সুন্দর বাধাই **আদর্শ ইস্লাম** এই পুস্তক খানায় ইসলামের আদর্শ স্বরূপ অনেক মূল্যবান উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং বহু মোছলা মোছায়েল দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেকেরই একবার পড়া দরকার। মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র। উচ্চ কমিশন।

৩। মোশাম্মাত জেন্নাতন নেছা খানম্ প্রণীত ও উৎকৃষ্ট বাধাই **মোস্লেম-সতী** ইহাতে কি প্রকারে সতীত্ব রক্ষা করা যায় তাহাই বিস্তারিত ভাবে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

৪। মির মোশারফ হোসেন প্রণীত ও উৎকৃষ্ট বাধাই **বিষাদ সিন্ধু** মূল্য ৩৲ টাকা, কমিশন উচ্চ।

৫। উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত ও উৎকৃষ্ট বাধাই **মোসলেম বীরত্ব** মূল্য ১৵ টাকা, কমিশন উচ্চ।

প্রাপ্তিস্থান—আঞ্জুমান লাইব্রেরী, ঢাকা।

মৌলভী মোহাম্মদ ইছমাইল হোসেন প্রণীত পয়গাম্বর বৃত্তান্ত বা আম্বিয়া কাহিনী ও আদর্শ ইসলামের কতিপয়......

প্রশংসা পত্র

১। কারামতগঞ্জ (বয়রা) নিবাসী প্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচারক, বিখ্যাত বক্তা, বাগ্মী প্রবর, সমাজ হিতৈষী, সর্ব্বজন প্রিয়, মাণিকগঞ্জ জমিয়াতে ওলামার সভাপতি, ন্যায়পরায়ণ দেশবন্ধু, ধর্ম্মপ্রাণ সুলেখক ও সুপাঠক জনাব মৌলানা মোহাম্মদ সামছ উদ্দিন সাহেব লিখিতেছেন।

ছালাম মছনুন বাদ—আমি মৌলভী মোহাম্মদ ইছমাইল হোসেন কৃত **পয়গাম্বর বৃত্তান্ত** বা **আম্বিয়া কাহিনী** এবং **আদর্শ ইসলাম** এই দুই খানা বহি পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। পয়গাম্বরগণের প্রতি ইমান রাখা ফরজ এবং তাহাদের জীবনী অবগত হওয়াও নিতান্ত আবশ্যক। এ পুস্তকে পয়গাম্বরদের জীবন কথা, শ্রম, কষ্টত্যাগ এবং উপদেশাবলী বেশ সুন্দর ভাবে সরল ভাষায় লেখা হইয়াছে। মোসলেম বালক বালিকা ও নর নারীর পাঠ্য পুস্তক ও প্রাইজ বিতরণে এ পুস্তকের বহুল প্রচলন হইলে সমাজ বিশেষ উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই। এই পুস্তক পাঠ করিলে ওয়াজ, নছিহত ও বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা জন্মিবে। আমি এ পুস্তকখানার বহুল প্রচার কামনা করি। ইতি ২৮।২।৩৫ বাং

কেরামতগঞ্জ
ঢাকা

খাকছার
সামছ উদ্দিন আহম্মদ

২। ধুবড়ি আসাম হইতে জনাব মৌলভী আবদুর রহমান সাহেব লিখিয়াছেন—

মৌলভী ইছমাইল হোসেন প্রণীত **পয়গাম্বর বৃত্তান্ত বা আম্বিয়া কাহিনী ও আদর্শ ইসলাম** এই পুস্তক দুই খানা পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম। এরূপ সরল ভাষায় আম্বিয়া কাহিনী ইহাই প্রথম বাহির হইয়াছে বলিয়া ধারণা হইল। লেখক যে পরিশ্রম করিয়া এই পুস্তক খানা লিখিয়াছেন তজ্জন্য তিনি সকলের নিকট ধন্য বাদার্হ। আমি আশাকরি প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমান ইহা পাঠ করিয়া মহাপুরুষ পয়গাম্বরদের জীবন কাহিনী অবগত হইয়া লেখকের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন। ইতি ৭।১।৩৫ বাং

ধুবড়ি, আসাম

কিমধিক
আবদুর রহমান

৩। ময়মনসিংহ জামালপুরাধীন সাউনিয়া হইতে মোশাম্মাত হাজেরা খাতুন লিখিয়াছেন—

আমি জনাব মৌলভী ইছমাইল হোসেন সাহেবের প্রণীত আম্বিয়া কাহিনী ও আদর্শ ইসলাম পাঠে পরম আনন্দিতা হইলাম। পয়গাম্বর গণের জীবন চরিত যে কয়খানা পড়িয়াছি তন্মধ্যে ইহাই উত্তম বলিয়া মনে হয়। পয়গম্বর মহিলাগণ বিশেষতঃ হজরত আইউব ও বিবি রহিমা খাতুনের বিবরণ লেখক যেরূপ সুন্দর ও সরল ভাষায় লিখিয়াছেন, তাহাতে স্বামী ভক্তির ফোয়ারা প্রবাহিত হইবে। প্রতি মোসলেম নর-নারীর হাতে ইহার একখানা পুস্তক থাকা নিতান্ত আবশ্যক। আশা করি লেখকের আশা সফল হইবে। ইতি ১১।২।৩৫ বাং

সাউনিয়া, জামালপুর }
ময়মনসিংহ }

মোশাম্মাত হাজেরা খাতুন